প্রথম আলো

ঢাকায় আইসিপিসির ৪৫তম আসর শুরু

আইসিপিসির ৪৫তম আসরের উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। *ছবি: প্রথম আলো*

বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্টের (আইসিপিসি) ৪৫তম আসর। আজ মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) এ আয়োজনের উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘বিশ্বে প্রযুক্তির বিকাশে তরুণেরাই হচ্ছেন মূল চালিকা শক্তি। ভবিষ্যতের দুনিয়া চলবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায়। ফলে প্রোগ্রামিংয়ে দক্ষ না হলে পিছিয়ে পড়তে হবে তরুণদের। এ জন্য আমরা ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ডিজিটাল সাক্ষরতার পাশাপাশি উদ্ভাবনী প্রযুক্তিকেও গুরুত্ব দিচ্ছি।’ অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ বলেন, ‘প্রোগ্রামিং হচ্ছে আগামী দিনের ভাষা। আজকের প্রোগ্রামাররাই ভবিষ্যতে প্রযুক্তি বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবেন। তাই আমাদের দেশে বেশি বেশি প্রোগ্রামার তৈরি করতে হবে। প্রোগ্রামার তৈরির জন্য সরকার এরই মধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। আমি আশা করি, প্রোগ্রামাররা তাঁদের কোড বা প্রোগ্রাম সমাজ ও মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করবেন।’

প্রয়াত ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর স্ত্রী সেলিনা নওরোজ চৌধুরী সম্মাননা গ্রহণ করছেন।ছবি: প্রথম আলো এবারই প্রথম প্রোগ্রামিংয়ের বিশ্বকাপখ্যাত ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্টের (আইসিপিসি) চূড়ান্ত আসর (ওয়ার্ল্ড ফাইনালস) আয়োজন করছে বাংলাদেশ। আর তাই এ আয়োজনের স্বপ্নদ্রষ্টা প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের সাবেক উপাচার্য ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীকে সম্মাননা দিয়েছে আইসিপিসি ফাউন্ডেশন। প্রয়াত

জামিলুর রেজা চৌধুরীর স্ত্রী সেলিনা নওরোজ চৌধুরী এ সম্মাননা গ্রহণ করেন। আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকার পরিচালক এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য কামরুল আহসান বলেন, 'প্রোগ্রামিং আজ সমস্যা সমাধানের অন্যতম মাধ্যম। ১৯৯৮ সাল থেকে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে আমরা প্রতিবছরই ভালো করেছি।'
আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসির নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি পাউচার বলেন, বাংলাদেশে প্রোগ্রামিংয়ের আন্তর্জাতিক এ আয়োজন তরুণদের মধ্যে প্রোগ্রামিং শেখার আগ্রহ বৃদ্ধি করবে। শুধু তা-ই নয়, বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের সুনামও বাড়বে। স্বাগতিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আতিথেয়তারও প্রশংসা করেন তিনি। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস কনটেস্টের পরিচালক ড. মাইকেল জে ডোনাহু, আইসিটি বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব এন এম জিয়াউল আলম, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার প্রমুখ। উল্লেখ্য, আগামী বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার বসুন্ধরায় ৪৫তম আইসিপিসির চূড়ান্ত আসর (ওয়ার্ল্ড ফাইনালস) অনুষ্ঠিত হবে। আইসিপিসি ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় ৪৭টি দেশ থেকে ১৩৭টি দল অংশ নিচ্ছে।

https://www.prothomalo.com/technology/yyvrxlph5g?fbclid=IwAR2_14lsJ7IBvZDYrbhiCiioR2VGQ69osabfXBBItaDXGJpvq5O4eYEYw70

প্রথম আলো

এগিয়ে আছে এমআইটি

চলছে প্রোগ্রামিং বিশ্বকাপের মূল প্রতিযোগিতা

আইসিপিসির ৪৫তম ওয়ার্ল্ড ফাইনালস চলছে ঢাকায় *প্রথম আলো*

রাজধানীর আন্তর্জতিক কনভেনশন সেন্টার, বসুন্ধরার (আইসিসিবি) ৪ নম্বর হল। ছোট ছোট খোপে বসা তিন জন করে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া কম্পিউটার প্রোগ্রামার। তাঁদের সামনে একটি করে কম্পিউটার। একেকটি দল। কোনো কোনো খোপে এক বা একাধিক রঙিন বেলুন। এর মানে হলো এই দল এতটা প্রোগ্রামিং সমস্যার সমাধান করেছে। একটা সঠিক সমাধান, একটা করে বেলুন। এরকম ১৩৭টি দল এখন প্রতিযোগিতা করছে প্রোগ্রামিংয়ের 'বিশ্বকাপ' আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট

প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা—আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্বে (ওয়ার্ল্ড ফাইনালস)। ৬৯ টি দেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নিচ্ছে।

আইসিপিসির ৪৫তম ওয়ার্ল্ড ফাইনালস চলছে ঢাকায়। আজ সকাল ১১ টায় শুরু হয়েছে। শেষ হবে বিকাল ৪টায়। এবার চূড়ান্ত পর্ব দলগুলোর জন্য ১২টি প্রোগ্রামিং সমস্যা বা প্রশ্ন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় প্রথম একটি প্রশ্নের সমধান করে গত বছরের স্বর্ণপদক বিজয়ী দল দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। এই প্রতিবেদন লেখা (বেলা ৩টা) পর্যন্ত ১০ টি সমস্যার সমাধান করে এগিয়ে আছে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)। নয়টির সমাধান করে এর পরেই আছে চীনের পিকিং ইউনিভার্সিটি।

সংবাদ সম্মেলনে আইসিপিসি ফাউন্ডশনের প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম বি পাউচার (ডান থেকে তৃতীয়)প্রথম আলো

প্রতিযোগিতা শুরুর পর পর আইসিপিসির আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে আইসিপিসি ফাউন্ডশনের প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম বি পাউচার বলেন, ‘আমরা ছয় বছর আগে ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকায় আয়োজনের যে যাত্রা শুরু করেছিলাম, আজ তা সত্যিই হচ্ছে। আমার কাছে এটি বিস্ময়কর ও আনন্দের। আইসিপিসি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যা সমাধানের আয়োজন। আগামীর পৃথিবীতে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং দিয়ে বড় বড় সমস্যার সমাধান করতে হবে। আইসিপিসিতে যাঁরা অংশ নেন, তাঁরা পৃথিবীর সেরা প্রোগ্রামার হয়ে থাকেন। তাঁদের মেধা মানবতার কাজে লাগবে।’

আইসিপিসির আয়োজক বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)। বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য এবং আইসিপিসি ঢাকার পরিচালক কামরুল আহসান বলেন, ‘এশিয়া মহাদেশে চতুর্থ দেশ হিসেবে বাংলাদেশে এই প্রতিযোগিতা হচ্ছে। যা দেশ হিসেবে আমাদের বড় এক অর্জন। এর আগে জাপান, চীন ও থাইল্যান্ডে চূড়ান্তপর্ব হয়েছিল।’ ইউএপির সাবেক উপাচার্য প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীকে এ আয়োজনের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নাভিদ শফিউল্লাহ, আইসিপিসি ২০২২ ওয়ার্ল্ড ফাইনালসের পরিচালক মাইকেল জে ডনাহু, পৃষ্ঠপোষক হুয়াউইয়ের যোগাযোগ বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ভিকি ঝ্যাং এবং জেট ব্রেইনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অঁদ্রে ইভানভ। সংবাদ সম্মেলন সঞ্চালনা করেন লুসা মির্জা।

আজ সন্ধ্যায় আইসিসিবিতে সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হবে এ বছরের আইসিপিসি চূড়ান্ত পর্ব। সেখানেই ঘোষণা করা হবে ফলাফল এবং চলবে পুরস্কার বিতরণী।

প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দল (পেছনে)প্রথম আলো

আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্বে বাংলাদেশের আট দল

আইসিপিসির ১৪২টি দলের মধ্যে বাংলাদেশের যে আটটি দল এবার অংশ নিচ্ছে, তার তালিকা নিচে দেওয়া হলো—

১. আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ‘এআইইউবি ক্যাপচার্ড’। এই দলের প্রতিযোগী—সাদি মো. আজিজ খান, আবদুল্লাহ আল মুজাহিদ ও হাফিজুর রহমান। কোচ ইমরান জিয়াদ।

২. বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বুয়েট নার্ডহার্ড’ (ইফতেখার হাকিম, নোশিন নাওয়াল ও অপূর্ব সাহা এবং কোচ মোহাম্মদ সোহেল রহমান)।

৩. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘জেইউ গ্লাস হাফ ফুল’ (সাকিব হাসান, চয়ন কুমার রায় ও অনিক সরকার এবং কোচ মো. এজহারুল ইসলাম)।

৪. রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘রুয়েট অ্যাসার্ট’ (শাহওয়াত হাসনাইন, তৌহিদুল ইসলাম ও রিসাল শাহরিয়ার এবং কোচ বর্ষণ সেন)।

৫. নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটির ‘এনএসইউ স্টোলিচনায়া’ (আকাশ নালার্ড, সালমান সাহেল ও মেহরান সিদ্দিকী এবং কোচ সিলভিয়া আহমেদ)।

৬. শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বার্লকাম্পমেসি’ (সৈকত হোসেন, মো. শাহজালাল সোহাগ ও ফাহিম তাজওয়ার এবং কোচ এনামূল হাসান)।

৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ডিইউ ফ্লেয়ারব্লিৎজ ৪.০’ (রিয়াদ হোসেন, আসিফ জাওয়াদ ও নাইমুল ইসলাম এবং কোচ মো. মাহমুদুর রহমান)। ৮. আয়োজক ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ‘ইউএপি লুমস’ (আশরাফুল ইসলাম, মো. কবির সাদি ও অমিত সরকার এবং কোচ বিলকিস জামাল ফেরদোসি)।

https://www.prothomalo.com/technology/db7s5mnh3y

কালের কণ্ঠ

ঢাকায় প্রগ্রামিংয়ের ‘বিশ্বকাপ’ শুরু

রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় গতকাল শুরু হয়েছে কম্পিউটার প্রগ্রামিংয়ের বিশ্বকাপ খ্যাত আইসিপিসির ৪৫তম আসর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিরা। ছবি : কালের কণ্ঠ

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে কম্পিউটার প্রগ্রামিংয়ের বিশ্বকাপখ্যাত ৪৫তম আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রগ্রামিং প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব। গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই প্রগ্রামিং প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়। ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনে অংশ নিচ্ছেন বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৪৭টি দেশের ১৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১১ জন প্রতিযোগী। আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল ২০২২ নামে পরিচিত এই প্রতিযোগিতায় ৭০টি দেশের অতিথি, বিচারক, কর্মকর্তাসহ মোট এক হাজার ৬০০ জন এই আয়োজনে যোগ দিয়েছেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে এই আন্তর্জাতিক প্রগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)। চলতি বছর এই প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্বে ছয়টি মহাদেশের ১১১টি দেশে ৪০০ ‘অন সাইট’ (নিজ নিজ দেশে) প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সব মিলিয়ে ৫০ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী এই পর্বে অংশ নেন। তাঁদের মধ্য থেকে ৪৭টি দেশের ১৩৭টি দল চূড়ান্ত পর্বের জন্য নির্বাচিত হয়।

বাংলাদেশ থেকে এবারই প্রথম সবচেয়ে বেশিসংখ্যক দল

আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালে অংশ নিচ্ছে। আট বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি দল হচ্ছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (এনএসইউ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি), রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট), আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও আইসিপিসির নির্বাহী পরিচালক উইলিয়াম বি পাউচার, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহেমদ পলকসহ আমন্ত্রিত দেশি-বিদেশি অতিথিরা।

আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালে এশিয়া অঞ্চলে বাংলাদেশ হচ্ছে চতুর্থ আয়োজক দেশ। এ অঞ্চলের প্রথম তিনটি দেশ হচ্ছে চীন, জাপান ও থাইল্যান্ড। আয়োজক ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের আইসিপিসি আয়োজনের সচিব মো. নূরুজ্জামান নাদিম জানান, প্রতিবছর সাধারণত এক থেকে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় বা দল বাংলাদেশ থেকে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়। এবার যেহেতু আয়োজক বাংলাদেশ, তাই বাংলাদেশ থেকে আটটি দল অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তব্যে আইসিপিসি গ্লোবাল ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান উইলিয়াম বিল পাউচার বলেন,

‘আইসিপিসি বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য একটি অন্যতম বিশেষ আয়োজন। আমাদের লক্ষ্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করে একটি উন্নত বিশ্ব গড়ে তোলা। আমরা সবার জন্য সুযোগ তৈরি করতে চাই। বাংলাদেশে এই অনুষ্ঠানটি হওয়ায় আমি খুব উচ্ছ্বসিত। ’

বিশেষ অতিথি আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহেমদ পলক বলেন, ‘আজ যাঁরা প্রগ্রামার, তাঁরাই আগামী দিনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেওয়ার নেতৃত্বে থাকবেন। আমাদের আশা, আজকের প্রগ্রামাররা একটি উন্নত পৃথিবীর জন্য কোডিং করবেন, প্রগ্রামিং করবেন। ’

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘১৩ বছরে আইসিটি খাতে আমাদের অনেক উন্নতি হয়েছে। আমাদের মাত্র ৫০ মিলিয়ন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল, এখন তা ১৩০ মিলিয়ন। প্রযুক্তি খাতে রপ্তানি ছিল মাত্র ২৬ মিলিয়ন ডলার। এখন তা ১.৪ বিলিয়ন ডলার। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ হওয়ার সফল্য অর্জন করেছি এবং সেই সফলতার ভিত্তিতে ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা টেকসই, জ্ঞাননির্ভর ও সৃজনশীল ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ে তুলতে চাই। ’ প্রধান অতিথি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, ‘সময় এখন প্রযুক্তির। আমরা পূর্ণ গতিতে ডিজিটাল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের মানুষের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে যা যা করা দরকার, সেগুলো আমাদের করতে হবে। তারই ধারাবাহিক অংশ হচ্ছে এ ধরনের আয়োজন। ’ ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক কামরুল আহসান বলেন, ‘আইসিপিসির মতো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজনের সঙ্গে আমরা যুক্ত হতে পেরে নিজেদের সম্মানিত বোধ করছি। ’

আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক মাইকেল জে. ডোনাহু বলেন, ‘বিশ্বের সেরা প্রগ্রামিংবিষয়ক সমস্যা সমাধানকারীদের মধ্য থেকে সেরাদের নিয়ে আমরা এই আয়োজন উদযাপন করতে এসেছি। ’ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম প্রমুখ। চলতি বছরের মার্চে ৪৫তম আসরের আয়োজক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নাম ঘোষণা করে আইসিপিসি ফাউন্ডেশন। ঢাকায় এই আয়োজনের নেপথ্যে ছিলেন প্রয়াত অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী। গতকাল বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে মরণোত্তর স্বীকৃতি দেওয়া হয়। স্বীকৃতি স্মারক গ্রহণ করেন তাঁর স্ত্রী সেলিনা নওরোজ চৌধুরী।

https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2022/11/09/1201551

THE BUSINESS STANDARD

Acknowledgment of the new capability is ICPC: Foreign minister

Foreign Minister Dr AK Abdul Momen on Monday said the ICPC programming competition is a token of Bangladesh's commitment to the creation of a thriving digital world with easy, accessible and equitable solutions for all. "This contest today, more than the problems it solves, is indeed a genuine acknowledgement of a new Bangladesh and its many new capabilities – where digitalisation is embedded into state policies and priority actions." The minister made the remarks at the opening ceremony of the most prestigious international contest for solving computer programming problems for university level students – "International Collegiate Programming Contest (ICPC) World Finals Dhaka". The inauguration was held on Tuesday (8 November) at the International Convention City Bashundhara (ICCB) located in Bashundhara, Dhaka. The foreign minister graced the occasion as the chief guest. State Minister for the ICT Division of Bangladesh Zunaid Ahmed Palak MP was present as a special guest at the programme. The President of the ICPC Foundation & ICPC Executive Director Dr William B Poucher was also present as the Guest of Honor at the opening ceremony. Deputy Executive Director of ICPC & ICPC Director of World Finals Contests Dr Michael J Donahoo, Senior Secretary of ICT Division N M Zeaul Alam PAA, Vice-Chancellor of UAP & Director of ICPC World Finals Dhaka Prof Dr Qumrul Ahsan and Executive Director of Bangladesh Computer Council (BCC) Ranajit Kumar were also present at the event. Zunaid Ahmed Palak said that Bangabandhu envisioned making science and technology-based Golden Bangladesh. Highlighting the importance of Programming, Palak said, "This can help us improve the world, but we need to collaborate, not compete." He added that, "Programming is the language of the future. Programming can help bridge the gap between cultures, languages and societies. This is apparent through the various technological innovations we see in the world today. I believe that programmers are the problem solvers of tomorrow." "Bangladesh is one of the fastest-growing economies in South Asia. we have progressed significantly in all sectors by utilising ICT," the state minister further said, also explaining the importance of the 3 C's – Creativity, Collaboration and Co-creation. President of the ICPC Foundation Dr William B Poucher said, "We are delighted to be here in Dhaka. We are fulfilling our purpose which is to uplift every generation, computer science engineers to build on the strengths of the world that we have today to the benefit of their neighbours." Meanwhile, Prof Dr Qumrul Ahsan said, "UAP recognises that the adventure of information technology will play a game changing role in the development of digital Bangladesh. It is a great honour for UAP to host this prestigious competition for the first time in Bangladesh." He hoped this great event will be memorable and life changing and engaging with the best computing talents from all over the globe. The opening ceremony, attended by the local and foreign guests including contestants, featured three cultural performances: first, Celebration of Global Youth; second, The Convergence (Music of the World X AI); and third, Sound of the Nation. At the opening ceremony, the ICPC Foundation presented plaques to commemorate the contributions of the hosts, coaches, sponsors, and Regional Contest Directors (RCDs). The Foundation, by presenting plaque, also honored late National Professor and Vice-Chancellor of University of Asia Pacific Prof Jamilur Reza Choudhury who pursued the dream of hosting the ICPC World Finals in Bangladesh. Late Prof Jamilur Reza Choudhury's wife received the award. The 45th ICPC World Finals will take place at the ICCB on 10 November. 137 teams from across the world advanced to the 45th World Finals. More than 1,000 people are in Dhaka to celebrate the competition, coming from 70 countries. The 45th edition of the ICPC World Finals is led by the ICT Division of Bangladesh Government where Bangladesh Computer Council (BCC) of the ICT Division is acting as the executing agency and the University of Asia Pacific (UAP), Bangladesh is the host university of this contest.

https://www.tbsnews.net/tech/ict/acknowledgment-new-capability-icpc-foreign-minister-528402

NB News Bangla24.com

ঢাকায় শুরু বৈশ্বিক প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা আইসিপিসি

ঢাকায় আইসিপিসি প্রতিযোগিতা নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলকসহ অন্যরা। ছবি: নিউজবাংলা

এ বছর ৭০টি দেশ থেকে প্রায় ১৩৭টি দলের মেধাবী প্রতিযোগীরা এই কনটেন্টের চূড়ান্ত রাউন্ডে অংশ নিচ্ছেন। আইসিপিসি আঞ্চলিক পরিচালকরা ঢাকার বিভিন্ন সিম্পোজিয়ামসহ সেমিনারে অংশ নেবেন। কম্পিউটার প্রোগামিং সমস্যা সমাধানের আন্তর্জাতিক স্বনামধন্য প্রতিযোগিতা ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট বা আইসিপিসির ৪৫তম আসর এবার বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আইসিপিসি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা। রোববার থেকেই প্রতিযোগিতাটি শুরু হয়েছে। যেখানে বিশ্বের ৭০টি দেশ থেকে ১৩৭ জন প্রতিযোগী অংশ নিচ্ছেন। রাজধানী ঢাকার আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারের প্রতিযোগিতার বিস্তারিত জানাতে সংবাদ সম্মেলন করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ। আইসিটি বিভাগের নেতৃত্বে আইসিপিসির ৪৫তম আসরের নির্বাহক এজেন্সি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)।

বাংলাদেশে প্রতিযোগিতার আয়োজক বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)। আগামী ৮ নভেম্বর দুপুর থেকে এই অনুষ্ঠানের মূল আয়োজন শুরু হবে।

গত বছর ৪৪তম আইসিপিসি প্রতিযোগিতায় এশিয়া-পশ্চিম অঞ্চলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-বুয়েট। এ বছর ৭০টি দেশ থেকে প্রায় ১৩৭টি দলের মেধাবী প্রতিযোগীরা এই কনটেন্টের চূড়ান্ত রাউন্ডে অংশ নিচ্ছেন।

আইসিপিসি আঞ্চলিক পরিচালকরা ঢাকার বিভিন্ন সিম্পোজিয়ামসহ সেমিনারে অংশ নেবেন। ঢাকার বসুন্ধরায় অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) মঙ্গলবার শুরু হচ্ছে এবারের 'আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ ঢাকা ২০২২'। কনটেন্টের মূল প্রবলেম সলভিং অংশটি অনুষ্ঠিত হবে ১০ নভেম্বর। যেখানে ৬ ঘণ্টার মধ্যে অংশগ্রহণকারীরা সমস্যাগুলোর সমাধান করবেন তাদের দক্ষতা ও মেধার মাধ্যমে। আয়োজনটির চ্যাম্পিয়নের নাম ঘোষণা করা হবে ১০ নভেম্বর। এশিয়ার মধ্যে চীন, জাপান, থাইল্যান্ডের পর চতুর্থ দেশ হিসেবে এবারই প্রথম আইসিপিসির আয়োজক হিসেবে যুক্ত হচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ১৯৯৮ সাল থেকে আইসিপিসিতে প্রতিযোগী হিসেবে অংশ নিচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি- বাংলাদেশ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক থেকে আটটি দল এবার প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। চূড়ান্ত পর্বকে লক্ষ্য করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এ বছরের অক্টোবর মাসে আয়োজন করা হয় একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ। এবারের আয়োজনেও বাংলাদেশ থেকে ভালো অর্জন আশা করছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলকসহ এ সময় উপস্থিত ছিলেন আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসি নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি পাউচার। এ ছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব এন এম জিয়াউল আলম, আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ কনটেস্টের পরিচালক ড. মাইকেল জে ডোনাহ্, ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক কামরুল আহসান, হুয়াওয়ের করপোরেট কমিউনিকেশনস বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ড ভিকি ঝ্যাং জেট ব্রেইনের বিনিয়োগ বিভাগের এসভিপি এবং গবেষণা ও শিক্ষাবিষয়ক বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট অন্তে ইভ্যানভ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার উপস্থিত ছিলেন।

https://www.newsbangla24.com/science/212047/Global-programming-competition-ICPC-started-in-Dhaka

techshohor.com

চলছে ৪৫ তম আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল প্রতিযোগিতা

প্রকাশঃ ১০ নভেম্বর, ২০২২, ০৯:৫৯ - আপডেটঃ ১০ নভেম্বর, ২০২২, ০৯:৫৯

টেকশহর কনটেন্ট কাউন্সিলর : আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসির নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বিল পাউচার বলেছেন, শুধুমাত্র সীমাবদ্ধতাই নয়, অন্যরা যা করেছে তার বাইরেও নিজেকে প্রসারিত করতে হবে এবং নতুন দক্ষতা তৈরির মাধ্যমে সক্ষমতা বাড়াতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জায়গা করে দিতে হবে। আইসিটি খাতের উন্নয়নে আইসিপিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি বৃহস্পতিবার ১০ নভেম্বর ২০২২ অনুষ্ঠিত প্রেস ব্রিফিংয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ , বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং ইউনিভার্সিটি অফ এশিয় প্যাসিফিককে আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালের বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য আয়োজনের জন্য প্রশংসা করেন। ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরার (আইসিসিবি) হল-১ গুলনকশায় তিনি চলমান আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকার প্রধান ও উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো উপস্থাপন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহ, আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ড. মাইকেল জে. ডোনাহু, হোস্ট বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক কামরুল আহসান এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার অংশ গ্রহন করেন। এসময় হুয়াওয়ের কর্পোরেট কমিউনিকেশনস্ বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ড ভিকি ঝ্যাং এবং জেট ব্রেইন এর বিনিয়োগ, গবেষণা ও শিক্ষা বিষয়ক বিভাগের এসভিপি অন্ড্রে ইভ্যানভ উপস্থিত ছিলেন।

আইসিপিসির নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বিল পাউচার অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান তার বক্তৃতায় বলেন, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা আয়োজনের মাধ্যমে আমরা যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারছি তা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষ করে ভবিষ্যত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে সম্যক ভুমিকা রাখবে। আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহ বলেন, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের জন্য একটি মানবসম্পদ পুল তৈরি করতে আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য সমস্যা সমাধানের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগ সময়োপযোগী উদ্যোগ নিয়েছে এবং সম্প্রতি আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জাতীয় পাঠ্যসূচিতে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং কোডিং অন্তর্ভুক্ত করেছি। বিসিসি-র নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার বলেন, এই অনুষ্ঠানে আপনি এখন এখানে যা দেখেছেন, এমনকি প্রতিযোগিতার স্থানের যে চমৎকার পরিবেশ তৈরি হয়েছে তা হল কঠোর পরিশ্রমের ফল যার যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১৭ সালে। যদিও অপারেশনাল পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতিপর্ব গত বছর থেকে শুরু হয়েছিল তারপরে এই অনুষ্ঠানে বাস্তবায়নের জন্য আমরা মুখোমুখি এবং অনলাইন উভয় ক্ষেত্রেই শত শত মিটিং করেছি। সারা বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্য থেকে প্রাপ্ত সেরা ১৩৭টি দল ঢাকার বসুন্ধরার আইসিসিবি হল নং ৪ -এ চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ৭০টি দেশ থেকে এক হাজারের বেশি অতিথি প্রতিযোগিতা উদযাপন করতে এখন ঢাকায় রয়েছেন। গত ৮ নভেম্বর আইসিসিবি-এর ১নং হলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালের ৪৫তম আসর শুরু হয়েছিল, যা প্রোগ্রামিং ওয়ার্ল্ড কাপ নামে পরিচিত। আইসিপিসি রিজিওনাল কনটেস্ট ডিরেক্টর (আরসিডি), ছাত্র, বিচারক, প্রশিক্ষক, স্পন্সর এবং অংশীদারদের নিয়ে এক বিশাল সমাবেশে পরিণত হয় আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল অনুষ্ঠান। ভেন্যু এবং হোটেল জুড়ে এই গ্রুপগুলোর কার্যক্রম এবং ইভেন্টগুলোও বিশ্ব ফাইনালের একটি অংশ। প্রতিযোগীদের জন্য গেমিং সুবিধা সহ একটি চিল জোন, মুজিব কর্নার, আইসিটি বিভাগের একটি প্যাভিলিয়নসহ স্পনসর শোকেস জোন আইসিসিবির ২ নং হলে স্থাপন করা হয়। সোমবার ৭ নভেম্বর আইসিসিবিতে এ প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে অ্যালামনাই টক অনুষ্ঠিত হয়। জেটব্রেইন্সের টেকট্রেক প্রেজেন্টেশন, আরসিডি সিম্পোজিয়াম এবং টিম রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম ছিল ঐ দিনটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। ৮ তারিখের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছাড়াও সকালে অংশগ্রহণকারী টিম এবং কোচদের জন্য হুয়াওয়ের বিশেষ উপস্থাপনা এবং আইসিপিসি চ্যালেঞ্জ নামক আয়োজন ছিল আকর্ষণীয় অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, আরসিডিগণ বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর পরিদর্শনের পর ঐ দিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

https://techshohor.com/192826/%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A7%AA%E0%A7%AB-%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF-%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D/

THE DAILY CAMPUS

আইসিপিসির আসর ঢাকায়, অংশ নিচ্ছে হাজারেরও বেশি বিদেশি অতিথি

ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা 'ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্টের (আইসিপিসি)' এবারের আয়োজক বাংলাদেশ। সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নেতৃত্বে আইসিপিসির ৪৫তম আসরের নির্বাহক এজেন্সি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এবং বাংলাদেশের থেকে হোস্ট ইউনিভার্সিটি 'ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)'।

মঙ্গলবার (৮ নভেম্বর) দুপুরে এ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করা হবে। ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা (আইসিসিবি) থেকে শুরু হচ্ছে এবারের আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা ২০২২। কনটেস্টের মূল প্রবলেম সলভিং অংশটি অনুষ্ঠিত হবে ১০ নভেম্বর যেখানে ছয় ঘণ্টা সময়ের মধ্যে অংশগ্রহণকারীরা সমস্যা সমাধান করবেন তাদের দক্ষতা ও মেধার মাধ্যমে। আয়োজনটির চ্যাম্পিয়নের নাম ঘোষণা করা হবে ১০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সমাপনী অনুষ্ঠানে। রোববার রাজধানী ঢাকার আগারগাঁওয়ের বিসিসি অডিটরিয়ামে আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা আয়োজনকে ঘিরে সংবাদ সম্মেলনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ জানায়, এরই মধ্যে বাংলাদেশে এ আয়োজন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সব প্রকার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসি নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি. পাউচার। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস কনটেস্টের পরিচালক ড. মাইকেল জে. ডোনাহু, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক কামরুল আহসান, হুয়াওয়ের কর্পোরেট কমিউনিকেশনস বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ভিকি ঝ্যাং, জেট ব্রেইনের বিনিয়োগ বিভাগের এসভিপি ও গবেষণা এবং শিক্ষা বিষয়ক বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট অন্দ্রে ইভ্যানভ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার।

প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ পলক বলেন, এ আয়োজনটি আইসিটিতে আমাদের সক্ষমতা প্রদর্শনের দারুণ একটি সুযোগ। আমরা আমাদের সব বন্ধুকে বাংলাদেশের সৌন্দর্য ও আতিথেয়তার স্বাদ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

তিনি বলেন, ১৩ বছরে আইসিটি খাতে আমাদের অনেক উন্নতি হয়েছে। ১৩ বছর আগে আমাদের মাত্র পাঁচ মিলিয়ন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল যা এখন ১৩০ মিলিয়ন। ১৩ বছর আগে কোনো আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি ছিল না, প্রযুক্তি খাতে রপ্তানি ছিল মাত্র ২৬ মিলিয়ন ডলার। এখন সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার এবং সার্ভিস সেক্টর থেকে সব মিলিয়ে প্রতি বছরে সেটি এক দশমিক চার বিলিয়ন ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে।

তিনি আরও বলেন, একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশ হলো অনলাইন সোর্স অব ওয়ার্কার এর তালিকায় দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হওয়ার সফলতা অর্জন করেছি এবং সেই সফলতার ভিত্তিতে ২০৪১ সালের মধ্যে এখন আমরা টেকসই, জ্ঞাননির্ভর ও সৃজনশীল স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ৪৪তম আইসিপিসি প্রতিযোগিতায় এশিয়া পশ্চিম অঞ্চলে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। এ বছর ৭০টি দেশ থেকে প্রায় ১৩৭টি দলের প্রতিযোগীরা এ কনটেস্টের চূড়ান্ত রাউন্ডে অংশ নিচ্ছে। আয়োজনকে ঘিরে ইতোমধ্যে ২০০ জন আইসিপিসি রিজিওনাল কনটেস্ট ডিরেক্টর ছাড়াও কর্মকর্তাসহ অন্তত এক হাজারেরও বেশি বিদেশি অতিথির আগমন হচ্ছে বাংলাদেশে। আইসিপিসি রিজিওনাল ডিরেক্টররা সেমিনারে অংশ নেবেন।

বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে এশিয়ার মধ্যে চীন, জাপান, থাইল্যান্ড এর পর ৪র্থ দেশ হিসেবে এবারই প্রথম বাংলাদেশ নামটি আইসিপিসি হোস্ট কান্ট্রি হিসেবে যুক্ত হচ্ছে। বিশ্ব আসরে বাংলাদেশ ১৯৯৮ সাল থেকে আইসিপিসি-তে প্রতিযোগী হিসেবে অংশ গ্রহণ করে আসছে।

১৯৯৮ সালে ঢাকায় প্রথম জাতীয় কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার (এনসিপিসি) ফাইনাল আয়োজন করা হয় যেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক থেকে মোট আটটি মেধাবী দল অংশ নিচ্ছে। চূড়ান্ত পর্বকে লক্ষ্য করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক এবছরের অক্টোবর মাসে আয়োজন করা হয় একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ। এবারের আয়োজনেও বাংলাদেশ থেকে ভালো অর্জন আশা করছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

https://www.banglanews24.com/information-technology/news/bd/984397.details

আইসিপিসি এর ৪৫তম আয়োজন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঢাকায়

সংবাদ অনলাইন রিপোর্ট: সোমবার, ০৭ নভেম্বর ২০২২

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা "ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (আইসিপিসি)" এর এবারের হোস্ট কান্ট্রি হচ্ছে বাংলাদেশ। প্রতি বছরই তরুণ প্রজন্মের জন্য বিশেষভাবে আয়োজিত হয় এই কনটেস্ট, যার যাত্রা শুরু হয় ১৯৭০ সাল থেকে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নেতৃত্বে আইসিপিসি এর ৪৫তম আসরের নির্বাহক এজেন্সি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এবং বাংলাদেশের থেকে হোস্ট ইউনিভার্সিটি 'ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)'।

আইসিপিসি ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এবং হোস্ট ইউনিভার্সিটি হিসেবে ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) ৪৫তম আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ ঢাকা" এর মূল আয়োজক। এক বিজ্ঞপ্তিতে

জানানো হয়েছে এরই মধ্যে বাংলাদেশে এই আয়োজন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সকল প্রকার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে এবং চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। আগামী ৮ নভেম্বর ২০২২ মঙ্গলবার দুপুরে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হবে। প্রথমবারের মত বাংলাদেশে আইসিপিসি আয়োজনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোসহ কি কি আয়োজন থাকছে তার তুলে ধরতে রবিবার ৬ নভেম্বর ২০২২ আগারগাঁওয়ের আইসিটি টাওয়ার-এর বিসিসি অডিটরিয়ামে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ বছর ৭০টি দেশ থেকে প্রায় ১৩৭টি দল থেকে প্রতিযোগীরা এই কনটেস্টের চূড়ান্ত রাউন্ডে অংশ নিচ্ছে। উক্ত আয়োজনকে ঘিরে ইতোমধ্যে ২০০ জন আইসিপিসি রিজিওনাল কনটেস্ট ডিরেক্টর ছাড়াও কর্মকর্তাসহ অন্তত এক হাজারেরও বেশি বিদেশি অতিথি এসেছেন বাংলাদেশে। আইসিপিসি রিজিওনাল ডিরেক্টররা বিভিন্ন সিম্পোজিয়ামসহ সেমিনারে অংশ নিবেন।

ঢাকার বসুন্ধরায় অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা (আইসিসিবি) তে আগামী ৮ নভেম্বর ২০২২ থেকে শুরু হচ্ছে এবারের "আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ ঢাকা ২০২২"। কনটেস্টের মূল প্রবলেম সলভিং অংশটি অনুষ্ঠিত হবে ১০ নভেম্বর যেখানে ৬ ঘন্টা সময়ের মধ্যে অংশগ্রহণকারীরা সমস্যা সমাধান করবেন তাদের দক্ষতা ও মেধার মাধ্যমে। আয়োজনটির চ্যাম্পিয়নের নাম ঘোষনা করা হবে ১০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সমাপনী অনুষ্ঠানে। সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসি নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি. পাউচার, আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ কনটেস্ট এর পরিচালক ড. মাইকেল জে. ডোনাহু, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক কামরুল আহসান, হুয়াওয়ের কর্পোরেট কমিউনিকেশনস্ বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ড ভিকি ঝ্যাং, জেট ব্রেইন এর বিনিয়োগ বিভাগের এসভিপি এবং গবেষণা ও শিক্ষা বিষয়ক বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট অন্ড্রে ইভ্যানভ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার। জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি বলেন, 'এ আয়োজনটি আইসিটিতে আমাদের সক্ষমতা প্রদর্শনের দারুণ একটি সুযোগ। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশ অনলাইন সোর্স অব ওয়ার্কার এর তালিকায় দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ।' সংবাদ সম্মেলনে আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. উইলিয়াম বি. পাউচার বলেন, 'আইসিপিসি বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য একটি অন্যতম বিশেষ আয়োজন। বাংলাদেশে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমি খুবই উচ্ছ্বসিত।' ৪৪তম আইসিপিসি প্রতিযোগিতায় এশিয়া পশ্চিম অঞ্চলে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে সম্মান অর্জন করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। এশিয়ার মধ্যে চীন, জাপান, থাইল্যান্ড এর পর ৪র্থ দেশ হিসেবে এবারই প্রথম বাংলাদেশ নামটি আইসিপিসি হোস্ট কান্ট্রি হিসেবে যুক্ত হচ্ছে। বিশ্ব আসরে বাংলাদেশ ১৯৯৮ সাল থেকে আইসিপিসি-তে প্রতিযোগী হিসেবে অংশ গ্রহণ করে আসছে।

বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক এর মোট ৮টি দল অংশ নিচ্ছে আইসিপিসিতে।

https://sangbad.net.bd/news/education/80034/

ঢাকায় প্রোগ্রামিং বিশ্বকাপের উদ্বোধন

‘আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান © সংগৃহীত

ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার (৮ নভেম্বর) উদ্বোধন করা হয় কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের জন্য সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন । অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসি নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি. পাউচার। অন্যান্যদের মধ্যে আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ কনটেস্ট এর পরিচালক ড. মাইকেল জে. ডোনাহু, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক কামরুল আহসান এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন প্রধান অতিথি হিসেবে তার বক্তব্যে বলেন, এই মর্যাদাপূর্ণ আইসিপিসি প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা সবার জন্য সহজ, সুলভ এবং ন্যায়সঙ্গত সমাধানসহ একটি সমৃদ্ধ ডিজিটাল বিশ্ব গঠনে বাংলাদেশের অঙ্গীকারের প্রতীক। আজকের এই প্রতিযোগিতা সমস্যার সমাধান করার চেয়েও অনেক

বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরো বলেন, যে প্রকৃতপক্ষে একটি নতুন বাংলাদেশ এবং এর অনেক নতুন সক্ষমতার স্বীকৃতি হল এই প্রতিযোগিতা যেখানে ডিজিটালাইজেশনে রাষ্ট্রীয় নীতি এবং অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপে নিহিত আছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেন, যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নকে সর্বদা উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। প্রোগ্রামিংয়ের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন, এটি আমাদের বিশ্বকে উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে। প্রোগ্রামিং হবে ভবিষ্যতের ভাষা। প্রোগ্রামিং সংস্কৃতি, ভাষা এবং সমাজের মধ্যে ব্যবধান দূর করতে সহায়তা করতে পারে। এটি বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মাধ্যমে স্পষ্ট। আমি বিশ্বাস করি যে প্রোগ্রামাররা আগামীদিনের সমস্যা সমাধানকারী।

পলক বলেন, বাংলাদেশ হলো দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ। আমরা আইসিটি ব্যবহার করে সকল খাতে উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রগতি লাভ করেছি। প্রতিমন্ত্রী সৃজনশীলতা, সহযোগিতা এবং সহ-নির্মাণের গুরুত্বও ব্যাখ্যা করেন। আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. উইলিয়াম বি. পাউচার বলেন, ঢাকায় এসে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য পূরণে কাজ করে যাচ্ছি। বর্তমান বিশ্বকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে আজকের কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রকৌশলীসহ তরুণ প্রজন্মের অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য আমাদের এ প্রয়াস। ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য অধ্যাপক কামরুল আহসান বলেন, ইউএপি বিশ্বাস করে যে ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরিতে তথ্যপ্রযুক্তি এক যুগান্তকারী ভুমিকা রাখছে। এটি বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে আমরা ইউএপি পরিবার অত্যন্ত গর্ববোধ করছি। এই আন্তর্জাতিক আয়োজনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং বিশ্বে উল্লেখ্যযোগ্য পরিবর্তন আনতে ভুমিকা রাখবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এছাড়া সারা বিশ্বের সেরা কম্পিউটিং মেধাবীদের সাথে সংযুক্ত হতে সাহায্য করবে এই আইসিপিসি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিযোগীসহ দেশি-বিদেশি প্রায় এক হাজারের বেশি অতিথি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত আয়োজনে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে সেলিব্রেশন অফ গ্লোবাল ইয়ুথ, দ্য কনভারজেন্স (মিউজিক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এক্স এআই) এবং সাউন্ড অফ দ্য ন্যাশন বিষয়ক মোট তিনটি সাংস্কৃতিক পরিবেশনা প্রদর্শিত হয়। আইসিপিসি ফাউন্ডেশন উক্ত আয়োজনের হোস্ট, কোচ, স্পন্সর এবং আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার পরিচালকদের (আরসিডি) অবদানের স্মরণে ফলক উপস্থাপন করেন। আইসিপিসি ফাউন্ডেশন ফলক উপস্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল আয়োজনের স্বপ্ন দেখা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীকে সম্মান জানায়। অনুষ্ঠানে প্রয়াত এই জাতীয় অধ্যাপকের অবদানের জন্য প্রাপ্ত অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন মরহুম জামিলুর রেজা চৌধুরীর স্ত্রী । আগামী ১০ নভেম্বর ২০২২-এ বসুন্ধরার আইসিসিবিতে ৪৫তম আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ অনুষ্ঠিত হবে। সারা বিশ্ব থেকে ১৩৭টি দল এই বছরের ওয়ার্ল্ড ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। প্রতিযোগিতাটি উদযাপন

করতে ৭০টি দেশ থেকে এক হাজারের বেশি অতিথি ঢাকায় অবস্থান করছেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নেতৃত্বে আইসিপিসি এর ৪৫তম আসরের নির্বাহক এজেন্সি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এবং বাংলাদেশের থেকে হোস্ট ইউনিভার্সিটি 'ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)'।

https://thedailycampus.com/economics-technology/104542/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8?fbclid=IwAR16jV5H172yOxVLFtLQeFukIPtbCRg_IdtW-jrf_2k84Ns_KSkEdkg0XNE

বাংলা ট্রিবিউন
সঠিক সময়ে সঠিক খবর

'আইসিটি খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে আইসিপিসি'

প্

ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার বিশ্বকাপ আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্ব। আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা শিরোনামের এই প্রতিযোগিতায় বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৭টি দল অংশ নেয়। এরমধ্যে ছিল স্বাগতিক বাংলাদেশের আটটি দল। বৃহস্পতিবার ছিল প্রতিযোগিতার মূল আকর্ষণ প্রবলেম সলভিং টেস্ট। আয়োজক কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার (১০ নভেম্বর) এক সংবাদ সম্মেলন করে। সেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ কম্পিউটার

কাউন্সিল (বিসিসি) এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিককে আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল আয়োজনের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও আইসিপিসির নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি. পাউচার। রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি চলমান আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকার প্রধান ও উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো উপস্থাপন করেন।

প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার বিশ্বকাপ আইসিপিসি উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

সংবাদ সম্মেলনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহ, আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ড. মাইকেল জে. ডোনাহু, হোস্ট বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক কামরুল আহসান এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার প্রমুখ অংশ নেন। ড. বিল পাউচার আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা সফলভাবে আয়োজনের জন্য ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিককে সহায়তার জন্য বাংলাদেশ সরকার বিশেষ করে আইসিটি বিভাগ এবং বালাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে ধন্যবাদ জানান। সারাবিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্য থেকে ১৩৭টি দল ঢাকা ফাইনালসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ৭০টি দেশ থেকে এক হাজারের বেশি অতিথি প্রতিযোগিতা উদযাপন করতে ঢাকায় আসেন। গত ৮ নভেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালের ৪৫তম আসর শুরু হয়েছিল, যা প্রোগ্রামিং ওয়ার্ল্ড কাপ নামে পরিচিত। সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নেতৃত্বে আইসিপিসির ৪৫তম আসরের নির্বাহক এজেন্সি বিসিসি এবং বাংলাদেশের থেকে হোস্ট ইউনিভার্সিটি হলো ইউএপি। আইসিপিসি রিজিওনাল কনটেস্ট ডিরেক্টর (আরসিডি), ছাত্র, বিচারক, প্রশিক্ষক, স্পন্সর ও অংশীদারদের নিয়ে এক বিশাল সমাবেশে পরিণত হয় আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল অনুষ্ঠান। ভেন্যু ও হোটেল জুড়ে এই গ্রুপগুলোর কার্যক্রম এবং ইভেন্টগুলোও বিশ্ব ফাইনালের একটি অংশ। প্রতিযোগীদের জন্য গেমিং সুবিধাসহ একটি চিল জোন, মুজিব কর্নার, আইসিটি বিভাগের একটি প্যাভিলিয়নসহ স্পনসর শোকেস জোন আইসিসিবির ২ নম্বর হলে স্থাপন করা হয়। প্রতিযোগিতার ড্রেস রিহার্সাল ছিল ৯ অক্টোবর।

https://www.banglatribune.com/tech-and-gadget/772100/%E2%80%98%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3-%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A7%87

পর্দা উঠলো প্রোগ্রামিং বিশ্বকাপের

প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে মানবতার কল্যাণে ভবিষ্যতের প্রবলেম সলভার হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে ঢাকায় শুরু হলো প্রোগ্রামিং বিশ্বকাপ আইসিপিসি'র ৪৫তম আসর। উদ্বোধনী আসরে আয়োজনের হোস্ট, কোচ, স্পনসর এবং আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার পরিচালকদের (আরসিডি) অবদানের স্মরণে ফলক উপস্থাপন করে আইসিপিসি ফাউন্ডেশন। আইসিপিসি ফাউন্ডেশন ফলক উপস্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল আয়োজনের স্বপ্ন দেখা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীকে সম্মান জানায়। অনুষ্ঠানে প্রয়াত এই জাতীয় অধ্যাপকের অবদানের জন্য মরণোত্তর স্বীকৃতি স্বারক গ্রহণ করে মরহুম জামিলুর রেজা চৌধুরীর স্ত্রী সেলিনা নওরোজ চৌধুরী। মঙ্গলবার বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের গুলনকশা হলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই সম্মাননা দেয়া হয়। স্বাগতিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশে আতিথেয়তার প্রশংসা করেন আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসি নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি. পাউচার। স্বাগত বক্তব্যে তিনি বাংলাদেশে প্রবলেম সলভারদের আন্তর্জাতিক এই আয়োজনে সংশ্লিষ্টতাসহ বৈশ্বিক সমস্যার সমাধানে প্রোগ্রামিংকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে প্রয়াত অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীকে স্মরণ করেন। একই সুর প্রতিধ্বনিত হয় মাইকেল আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস কনটেস্ট-এর পরিচালক ড. মাইকেল জে. ডোনাহু। প্রযুক্তিকে ডিজিটাল বাংলাদেশের রিয়েল গেম চেঞ্জার হিসেবে জাতিসংঘ যে স্বীকৃতি দিয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক কামরুল আহসান বলেন, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং আজ সমস্যা সমাধানের জন্য অন্যতম অনুষঙ্গ। আমরা ১৯৯৮ সাল থেকে আমরা প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রতি বছরেই ভালো করছি। আমাদের শিক্ষার্থীরা দারুণ করছে। বক্তব্যের ফাঁকে আবহ সঙ্গীতের নৃত্যকলায় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সঙ্গে মেলবন্ধনের একটি ফিউশন তুলে ধরা হয় অভ্যাগত অতিথিদের

সামনে। এরপর বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)-এর নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম। বক্তব্যের শুরুতেই অংশগ্রহণকারীদের 'চ্যাম্পিয়ন' সম্বোধন করে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, গতকাল আমি প্রতিযোগিতার ভেন্যুতে তিন জনের জন্য একটি পিসি দেয়ার কারণ জানতে চেয়ছিলাম। তখন জানতে পারি এটা টিম ওয়ার্কের জন্য। আমি মনে করি, ক্রিয়েটিভ, ক্রিয়েশন এবং কে-অপারেশনের মাধ্যেমে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৩ বছরে আইসিটি খাতে আমাদের অনেক উন্নতি হয়েছে। ১৩ বছর আগে আমাদের মাত্র ৫০ মিলিয়ন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল, এখন ১৩০ মিলিয়ন। প্রযুক্তি খাতে রপ্তানি ছিল মাত্র ২৬ মিলিয়ন ডলার। এখন সেটি ১ দশমিক ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ হওয়ার সফলতা অর্জন করেছি এবং সেই সফলতার ভিত্তিতে ২০৪১ সালের মধ্যে এখন আমরা টেকসই, জ্ঞাননির্ভর ও সৃজনশীল স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।

তিনি আরো বলেন, প্রোগ্রামিং হচ্ছে আগামী দিনের ভাষা। আজকের প্রোগামাররাই ভবিষ্যত বিশ্বে নেতৃত্ব দেবে। আমি আশা করবো সমাজ ও মানবতার কল্যাণেই আজকের প্রোগ্রামাররা তাদের কোড ব্যবহার করবেন। সবশেষে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। বিশ্ব-প্রযুক্তির বিকাশে হিসেবে তারুণ্যকে চালক হিসেবে অভিহিত করে তিনি বলেন, আগামীর ভাষা হবে প্রোগ্রামিং। এক্ষেত্রে তেমরাই হচ্ছ রাইজিং স্টার। তাই তোমাদের প্রোগ্রামিংয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তা না হলে পিছিয়ে পড়তে হবে। ভবিষ্যতের দুনিয়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় চলবে উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন এ কারণে ডিজিটাল অকাঠামো উন্নয়ন এবং ডিজিটাল সাক্ষরতার পাশাপাশি আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি উদ্ভাবনী প্রযুক্তিকে। এসময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে অপব্যবহার না করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রী। আগামী ১০ নভেম্বর বসুন্ধরার আইসিসিবিতে ৪৫তম আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ অনুষ্ঠিত হবে। সারা বিশ্ব থেকে ১৩৭টি দল এই বছরের ওয়ার্ল্ড ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। প্রতিযোগিতাটি উদযাপন করতে ৭০টি দেশ থেকে এক হাজারের বেশি অতিথি ঢাকায় অবস্থান করছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিযোগীসহ দেশি-বিদেশি প্রায় এক হাজারের বেশি অতিথি উপস্থিত ছিলেন। আয়োজনে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে সেলিব্রেশন অফ গ্লোবাল ইয়ুথ, দ্য কনভারজেন্স (মিউজিক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এক্স এআই) এবং সাউন্ড অফ দ্য ন্যাশন বিষয়ক মোট তিনটি সাংস্কৃতিক পরিবেশনা প্রদর্শিত হয়।

https://www.bbarta24.net/science-and-technology/206176

bbarta24.net
সারাবেলা সব খবর

মনবতার কল্যাণে 'মানবসম্পদ পুল' তৈরি করবে আইসিপিসি

ঢাকায় সফলতার সঙ্গে ৪৫তম আসর সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে প্রোগ্রামারদের 'মানবসম্পদ পুল' হিসেবে মানবতার কল্যাণে সমস্যা সমাধানের সংস্কৃতি গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন আয়োজকরা। বৃহস্পতিবার (১০ নভেম্বর) ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরার (আইসিসিবি) হল-১ গুলনকশায় অনুষ্ঠিত বিশেষ সংবাদ সম্মেলনে এই অঙ্গীকার করেন

অংশীজনেরা। সংবাদ সম্মেলনে চলমান আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকার প্রধান ও উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়। এসময় একই ভ্যোনুর ৪ নম্বর হলে সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত ছিলেন প্রতিযোগীরা। ছোট ছোট খোপে একটি পিসির সামনে বসে তিন জনের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া একেকটি কম্পিউটার প্রোগ্রামার দল। সমস্যার সমাধান সমাধান করেছেন তখনই তাদের খোপে ঝুলিয়ে দেয়া হয় একটি করে রঙিন বেলুন। সকাল ১১ টায় শুরু হয়ে প্রতিযোগিতা চলে বিকাল ৪টা পার্যন্ত। ১২টার পর শুরু হওয়া আইসিপিসির ৪৫তম ওয়ার্ল্ড ফাইনালস বিশেষ সংবাদ সম্মেলনে আইসিপিসি ফাউন্ডশনের প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম বি পাউচার। তিনি বলেন, আমরা ছয় বছর আগে ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকায় আয়োজনের যে যাত্রা শুরু করেছিলাম, আজ তা সত্যিই হচ্ছে। আমার কাছে এটি বিস্ময়কর ও আনন্দের। আইসিপিসি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যা সমাধানের আয়োজন। আগামীর পৃথিবীতে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং দিয়ে বড় বড় সমস্যার সমাধান করতে হবে। আইসিপিসিতে যারা অংশ নেন, তারা পৃথিবীর সেরা প্রোগ্রামার হয়ে থাকেন। তাদের মেধা মানবতার কাজে লাগবে।

আইসিপিসির আয়োজক বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)। বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য এবং আইসিপিসি ঢাকার পরিচালক কামরুল আহসান বলেন, এশিয়া মহাদেশে চতুর্থ দেশ হিসেবে বাংলাদেশে এই প্রতিযোগিতা হচ্ছে। যা দেশ হিসেবে আমাদের বড় এক অর্জন। এর আগে জাপান, চীন ও থাইল্যান্ডে চূড়ান্তপর্ব হয়েছিল। ইউএপির সাবেক উপাচার্য প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীকে এ আয়োজনের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নাভিদ শফিউল্লাহ, আইসিপিসি ২০২২ ওয়ার্ল্ড ফাইনালসের পরিচালক মাইকেল জে ডনাহু, পৃষ্ঠপোষক হুয়াউয়ের যোগাযোগ বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ভিকি ঝ্যাং এবং জেট ব্রেইনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অঁদ্রে ইভানভ। সংবাদ সম্মেলন সঞ্চালনা করেন লুসা মির্জা। আজ ঢাকায় চলছে আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল পর্ব। এবার চূড়ান্ত পর্বের দলগুলোর জন্য ১২টি প্রোগ্রামিং সমস্যা বা প্রশ্ন করা হয়েছে। প্রতিোযোগিতায় প্রথম একটি প্রশ্নের সমধান করে গত বছরের স্বর্ণপদক বিজয়ী দল দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১০টি সমস্যার সমাধান করে এগিয়ে আছে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)। নয়টির সমাধান করে এর পরেই আছে চীনের পিকিং ইউনিভার্সিটি। আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা আয়োজনের সুবিধা তুলে ধরে আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহ বলেন, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের জন্য একটি মানবসম্পদ পুল তৈরি করতে আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য সমস্যা সমাধানের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগ সময়োপযোগী উদ্যোগ নিয়েছে এবং সম্প্রতি আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জাতীয় পাঠ্যসূচিতে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং কোডিং অন্তর্ভুক্ত করেছি। বিসিসি-র নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার বলেন, এই অনুষ্ঠানে আপনি এখন এখানে যা দেখেছেন, এমনকি প্রতিযোগিতার স্থানের যে চমৎকার পরিবেশ তৈরি হয়েছে তা হল কঠোর পরিশ্রমের ফল যার যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১৭ সালে। যদিও অপারেশনাল পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতিপর্ব গত বছর থেকে শুরু হয়েছিল তারপরে এই অনুষ্ঠানে বাস্তবায়নের জন্য আমরা মুখোমুখি এবং অনলাইন উভয় ক্ষেত্রেই শত শত মিটিং করেছি। সন্ধ্যায় আইসিসিবিতে সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হবে এ বছরের আইসিপিসি চূড়ান্ত পর্ব। সেখানেই ঘোষণা করা হবে ফলাফল এবং চলবে পুরস্কার বিতরণী।

https://www.bbarta24.net/science-and-technology/206419

BAYANNO NEWS
বিশ্বজুড়ে বাংলার সাহসী কণ্ঠস্বর

ঢাকায় বসছে এবারের প্রোগ্রামিংয়ের বিশ্বকাপ, উদ্বোধন কাল

প্রোগ্রামিংয়ের অলিম্পিয়াড খ্যাত ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্টের (আইসিপিসি) এবারের চূড়ান্ত পর্বের (ওয়ার্ল্ড ফাইনাল-২০২২) আয়োজক হয়েছে বাংলাদেশ। ৪৫তম এই আসর আজ ৬ নভেম্বর থেকে আগামী ১১ নভেম্বর ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল মঙ্গলবার (৮ নভেম্বর) আইসিপিসির ৪৫তম আসরের উদ্বোধন করবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। এখানেই ১০ নভেম্বর বেলা ১১টায় শুরু হবে মূল প্রতিযোগিতা। ছয় ঘণ্টাব্যাপী এ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধান করতে হবে। পরীক্ষা পরিচালনা করবেন আইসিপিসির বিচারক পর্ষদ। পুরো প্রতিযোগিতা হবে ইন্টারনেটযুক্ত কম্পিউটারে। সবচেয়ে বেশি সমস্যা সমাধান করা দলকে ওয়ার্ল্ড ফাইনাল বিজয়ী ঘোষণা করা হবে। পুরস্কার হিসেবে বিজয়ী দল পাবে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি, সনদ এবং ১৫ হাজার ডলার। অঞ্চলভিত্তিক সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া ১২টি দলকে বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার দেয়া হবে। সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া চারটি দলকে স্বর্ণপদক দেওয়া হবে। পঞ্চম থেকে অষ্টম স্থানের জন্য রৌপ্য এবং নবম থেকে দ্বাদশ স্থানের জন্য আছে ব্রোঞ্জ পদক। ১১ ডিসেম্বর সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কার দেবেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। এর আগে ৭ নভেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মহড়ার পাশাপাশি দলগুলোর নিবন্ধন সম্পন্ন করে কনসার্ট আয়োজন করা হবে। আগামীকাল মঙ্গলবার (৮ নভেম্বর) হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ৯ নভেম্বর হবে মহড়া। আজ রোববার (৬ নভেম্বর) আইসিটি টাওয়ারের সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়। তরুণ প্রজন্মের জন্য প্রতি বছর বিশেষভাবে আয়োজিত হয় ‘ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (আইসিপিসি)’। বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ এই প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার গত আসরে (৪৪তম) এশিয়া-ওয়েস্ট রিজিয়নে (পশ্চিমাঞ্চলে) প্রথম স্থানের অর্জনসহ বাংলাদেশের তিন বিশ্ববিদ্যায়ের স্থান হয়েছিল। রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত এই পর্বে বিশ্বের ১১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি দল অংশ নিয়েছিলেন। এবার ৪৫তম আসরে স্বাগতিক বাংলাদেশ থেকে অংশ নিচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি দল। বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হচ্ছে- বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এবার ৭০টি দেশের ১৩৭টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হলো আইসিপিসি। আইসিপিসি আয়োজনের মূল উদ্যোক্তা হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের বেলর বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে এ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাটি আয়োজন করে আইসিপিসি ফাউন্ডেশন। এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ এ ইভেন্টের আয়োজন করছে

এবং চীন, জাপান এবং থাইল্যান্ডের পর বাংলাদেশ এশিয়ার মাত্র চতুর্থ দেশ যারা এ ইভেন্টের আয়োজক হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। আইসিপিসির যাত্রা শুরু হয় ১৯৭০ সাল থেকে। যদিও ১৯৭৭ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত এ আয়োজনের দায়িত্বে ছিল কম্পিউটারের বৈজ্ঞানিক গবেষণার অন্যতম বৃহৎ ও পুরোনো প্রতিষ্ঠান অ্যাসোসিয়েশন ফর কম্পিউটিং মেশিনারি (এসিএম)। আইসিপিসি প্রতি বছর দু'টি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। ১ম পর্বে বিশ্বের ৮টি অঞ্চল থেকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিজয়ীরা চূড়ান্ত (ওয়ার্ল্ড ফাইনাল) পর্বে অংশ নেয়। আইসিপিসি, ঢাকা বিশ্বের ৮টি অঞ্চলের মধ্যে এশিয়া-পশ্চিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বের ৮টি অঞ্চল থেকে আঞ্চলিক পর্বে বিজয়ী দলগুলো এবছর ঢাকায় অনুষ্ঠেয় আইসিপিসি এর চূড়ান্ত পর্বে (ওয়ার্ল্ড ফাইনাল) অংশ নেবে। এই আয়োজন উপলক্ষে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, ২০১০ এর আগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) পড়ানো হতো না। আমরা ২০১০ এ ৬ষ্ঠ শ্রেণির থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করি। আমরা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে জানাতে শুরু করি, যার ফলাফল আজকের বাংলাদেশ। তিনি বলেন, আমরা মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের জন্য সারাদেশে ৩০ হাজার আইসিটি ল্যাব স্থাপন করি। প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি ৩০০ টি স্কুল অব ফিউচার স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছেন, যার সুফল আগামী দিনে পাওয়া যাবে। যেখানে আমাদের ছেলে-মেয়েরা ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে জানাতে পারবে বলেও জানান তিনি। পলক বলেন, বর্তমানে দেশে তথ্য প্রযুক্তি খাতে কাজের সুযোগ অনেক বেড়েছে। সরকার ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে জানাতে সব ধরনের সহায়তা করছে। তিনি বলেন, বর্তমানে যার ফলে আমাদের দুই হাজার সফটওয়্যার কোম্পানি রয়েছে। তিন শতাধিকেরও অধিক বিপিও কোম্পানি হয়েছে এবং আমাদের দেশে বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি খাতে কর্মসংস্থান হয়েছে ২ মিলিয়নেরও অধিক মানুষের। এছাড়াও, আমাদের হাজারেরও উপরে ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে তথ্য প্রযুক্তি খাতে।

তিনি আরও বলেন, আমাদের লক্ষ্য তথ্য প্রযুক্তি খাত থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি খাতে দেশে ৩ মিলিয়ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। পাশাপাশি সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে আইসিটি খাত থেকে ৫ মিলিয়ন ডলার আয়ের লক্ষ্য নিয়েছে। সে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইনোভেটিভ আইটি ল্যাব স্থাপন করছে। তিনি বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবেলায় মেধার কোন বিকল্প নেই, মেধাকে কাজে লাগিয়ে জয় করতে হবে এ বিপ্লব। দেশের উদ্যোক্তাদের সরকার সবসময়ই সহায়তা করতে প্রস্তুত। তাদের আইডিয়াকে ব্যবসায়িক রূপ দিতে সরকার সহায়তা করছে বলেও জানান তিনি।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৪৫তম 'আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা' উপলক্ষে বাংলাদেশে ২০০ জন আইসিপিসি রিজিওনাল কনটেন্ট ডিরেক্টর ছাড়াও আসবে দেশি বিদেশি এক হাজারের বেশি অতিথি। তারা জানিয়েছে, সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নেতৃত্বে আইসিপিসি'র ৪৫তম আসরের নির্বাহক এজেন্সি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এবং বাংলাদেশের থেকে হোস্ট ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আয়োজনে প্রেস ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসি নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি. পাউচার। এছাড়াও প্রেস ব্রিফিংয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ, আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস কনটেস্ট এর পরিচালক ড. মাইকেল জে. ডোনাহ্, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক কামরুল আহসান।

পাশাপাশি, হুয়াওয়ের কর্পোরেট কমিউনিকেশনস বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ভিকি ঝ্যাং, জেট ব্রেইন এর বিনিয়োগ বিভাগের এসভিপি এবং গবেষণা ও শিক্ষা বিষয়ক বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট অভে ইভ্যানও এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমারও উপস্থিত ছিলেন প্রেস ব্রিফিংয়ে।

এবারের আসরে বাংলাদেশ থেকে মোট ৮টি দল অংশগ্রহণ করবে। চূড়ান্ত পর্বকে লক্ষ্য করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ চলতি বছরের অক্টোবরে আয়োজন করে বিশেষ প্রশিক্ষণের। তাদের লক্ষ্য, এবারের আয়োজনেও বাংলাদেশ থেকে ভালো অর্জন করবে দেশের হয়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীরা।

https://www.bahannonews.com/details/article/10051937/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AA-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2/

সারাবাংলা
sarabangla.net

আইসিটি খাতের উন্নয়নে আইসিপিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে

ঢাকা: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিককে (ইউএপি) আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালের বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য আয়োজনের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসির নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি. পাউচার।
বৃহস্পতিবার (১০ নভেম্বর) এক সাংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন। ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরার (আইসিসিবি) হল-১ গুলনকশায় আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি চলমান আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকার প্রধান ও উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো উপস্থাপন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহ, আইসিপিসির উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. মাইকেল জে. ডোনাহু, ইউএপির উপাচার্য ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক কামরুল আহসান এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার অংশ নেন।

এ সময় হুয়াওয়ের কর্পোরেট কমিউনিকেশনস্ বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ভিকি ঝ্যাং এবং জেট ব্রেইনের বিনিয়োগ, গবেষণা ও শিক্ষা বিষয়ক বিভাগের এসভিপি অন্ড্রে ইভ্যানভ উপস্থিত ছিলেন। ড. বিল পাউচার আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা সফলভাবে আয়োজনের জন্য ইউএপিকে সহায়তার জন্য বাংলাদেশ সরকার বিশেষ করে আইসিটি বিভাগ এবং বালাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আমি এখানে আসতে পেরে আনন্দিত। আমাদের আরও ভাল করার জন্য আমাদের সক্রিয় থাকতে হবে। তিনি আরও বলেন, শুধুমাত্র সীমাবদ্ধতাই নয়, অন্যরা যা করেছে তার বাইরেও নিজেকে প্রসারিত করতে হবে এবং নতুন দক্ষতা তৈরির মাধ্যমে সক্ষমতা বাড়াতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জায়গা করে দিতে হবে। তিনি বলেন, আইসিটি খাতের উন্নয়নে আইসিপিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান বলেন, এই প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা সফলভাবে আয়োজনের মাধ্যমে ইউএপি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করছে তা পরবর্তীতে এই ধরনের বড় আয়োজন বাস্তবায়নের করতে বিশেষভাবে সহযোগিতা করবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা আয়োজনের মাধ্যমে আমরা যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারছি তা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষ করে ভবিষ্যত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে সম্যক ভুমিকা রাখবে।

আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা আয়োজনের সুবিধা তুলে ধরে আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহ বলেন, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের জন্য একটি মানবসম্পদ পুল তৈরি করতে আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য সমস্যা সমাধানের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগ সময়োপযোগী উদ্যোগ নিয়েছে এবং সম্প্রতি আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জাতীয় পাঠ্যসূচিতে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং কোডিং অন্তর্ভুক্ত করেছি। সারা বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্য থেকে প্রাপ্ত সেরা ১৩৭টি দল ঢাকার বসুন্ধরার আইসিসিবি হল নম্বর ৪ -এ চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ৭০টি দেশ থেকে এক হাজারের বেশি অতিথি প্রতিযোগিতা উৎযাপন করতে এখন ঢাকায় রয়েছেন। গত ৮ নভেম্বর আইসিসিবি-এর ১ নম্বর হলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালের ৪৫তম আসর শুরু হয়েছিল, যা প্রোগ্রামিং ওয়ার্ল্ড কাপ নামে পরিচিত। সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নেতৃত্বে আইসিপিসির ৪৫তম আসরের নির্বাহক এজেন্সি বিসিসি এবং বাংলাদেশের থেকে হোস্ট ইউনিভার্সিটি ইউএপি।

আইসিপিসি রিজিওনাল কনটেস্ট ডিরেক্টর (আরসিডি), ছাত্র, বিচারক, প্রশিক্ষক, স্পন্সর এবং অংশীদারদের নিয়ে এক বিশাল সমাবেশে পরিণত হয় আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল অনুষ্ঠান। ভেন্যু এবং হোটেল জুড়ে এই গ্রুপগুলোর কার্যক্রম এবং ইভেন্টগুলোও বিশ্ব ফাইনালের একটি অংশ। প্রতিযোগীদের জন্য গেমিং সুবিধাসহ একটি চিল জোন, মুজিব কর্নার, আইসিটি বিভাগের একটি প্যাভিলিয়নসহ স্পনসর শোকেস জোন আইসিসিবির ২ নম্বর হলে স্থাপন করা হয়।

https://sarabangla.net/post/sb-724919/

নতুন সক্ষমতার স্বীকৃতি হল আইসিপিসি: পররাষ্ট্র মন্ত্রী ॥ প্রোগ্রামিং হবে ভবিষ্যতের ভাষা: পলক

জামিলুর রেজা চৌধুরীকে সম্মান জানিয়ে প্রোগ্রামিং বিশ্বকাপ আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালের পর্দা উঠলো ঢাকায়

প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে মানবতার কল্যাণে ভবিষ্যতের প্রবেল সলভার হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে ঢাকায় শুরু হলো প্রোগ্রামিং বিশ্বকাপ আইসিপিসি'র ৪৫তম আসর। উদ্বোধনী আসরে আয়োজনের হোস্ট, কোচ, স্পনসর এবং আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার পরিচালকদের (আরসিডি) অবদানের স্মরণে ফলক উপস্থাপন করে আইসিপিসি ফাউন্ডেশন।

আইসিপিসি ফাউন্ডেশন ফলক উপস্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল আয়োজনের স্বপ্ন দেখা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীকে সম্মান জানায়।

অনুষ্ঠানে প্রয়াত এই জাতীয় অধ্যাপকের অবদানের জন্য মরণোত্তর স্বীকৃতি স্বারক গ্রহণ করে মরহুম জামিলুর রেজা চৌধুরীর স্ত্রী সেলিনা নওরোজ চৌধুরী। মঙ্গলবার বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের গুলনকশা হলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই সম্মাননা দেয়া হয়।

আইসিপিসি প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা সবার জন্য সহজ, সুলভ এবং ন্যায়সঙ্গত সমাধানসহ একটি সমৃদ্ধ ডিজিটাল বিশ্ব গঠনে বাংলাদেশের অঙ্গীকারের প্রতীক- পররষ্ট্র মন্ত্রী প্রোগ্রামিং হবে ভবিষ্যতের ভাষা। প্রোগ্রামিং সংস্কৃতি, ভাষা এবং সমাজের

মধ্যে ব্যবধান দূর করতে সহায়তা করতে পারে- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী স্বাগতিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশে আতিথেয়তার প্রশংসা করেন আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসি নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি. পাউচার। তিনিবলেন, আইসিপিসি একটি ডিজিটাল বিপ্লব এবং ডিজিটাল মিলেনিয়ামের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের সবাইকে একটি উন্নত ভবিষ্যতের জন্য কাজ করে যেতে হবে। আর সেই কাজ করতে হবে প্রযুক্তির মাধ্যমে।

স্বাগত বক্তব্যে তিনি বাংলাদেশে প্রবলেম সলভারদের আন্তর্জাতিক এই আয়োজনে সংশ্লিষ্টতা সহ বৈশ্বিক সমস্যার সমাধানে প্রোগ্রামিংকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে প্রয়াত অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীকে স্মরণ করেন। একই সুর প্রতিধ্বনিত হয় মাইকেল আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ কনটেস্ট এর পরিচালক ড. মাইকেল জে. ডোনাহু।

প্রযুক্তিকে ডিজিটাল বাংলাদেশের রিয়েল গেম চেঞ্জার হিসেবে জাতিসংঘ সে স্বীকৃতি দিয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক কামরুল আহসান বলেন, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং আজ সমস্যা সমাধানের জন্য অন্যতম অনুষঙ্গ। আমরা ১৯৯৮ সাল থেকে আমরা প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রতি বছরেই ভালো করছি। আমাদের শিক্ষার্থীরা দারুণ করছে। বক্তব্যের ফাঁকে আবহ সঙ্গীতের নৃত্যকলায় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সঙ্গে মেলবন্ধনের একটি ফিউশন তুলে ধরা হয় অভ্যাগত অতিথিদের সামনে। এরপর বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম। বক্তব্যের শুরুতেই অংশগ্রহণকারীদের ‘চ্যাম্পিয়ন’ সম্বোধন করে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, গতকাল আমি প্রতিযোগিতার ভেন্যুতে তিন

জনের জন্য একটি পিসি দেয়ার কারণ জানতে চেয়ছিলাম। তখন জানতে পারি এটা টিম ওয়ার্কের জন্য। আমি মনে করি, ক্রিয়েটিভ, ক্রিয়েশন এবং কে-অপারেশনের মাধ্যেমে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে।

‘আজ যারা প্রোগ্রামার তারাই আগামী দিনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেওয়ার নেতৃত্ব। তাই আইসিপিসি আয়োজন করতে পেরে আমরা গর্বিত। আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখার জন্য এবং আমাদের আয়োজক করার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। আমি আশা করি, আজকের প্রোগ্রামাররা একটি উন্নত পৃথিবীর জন্য কোডিং করবে, প্রোগ্রামিং করবে। তাদের হাত ধরে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যৎ রেখে যেতে পারব’- যোগ করে প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী।

তিনি আরো বলেন, “১৩ বছরে আইসিটি খাতে আমাদের অনেক উন্নতি হয়েছে। ১৩ বছর আগে আমাদের মাত্র ৫০ মিলিয়ন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল, এখন ১৩০ মিলিয়ন। প্রযুক্তি খাতে রপ্তানি ছিল মাত্র ২৬ মিলিয়ন ডলার। এখন সেটি ১ দশমিক ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ হওয়ার সফলতা অর্জন করেছি এবং সেই সফলতার ভিত্তিতে ২০৪১ সালের মধ্যে এখন আমরা টেকসই, জ্ঞাননির্ভর ও সৃজনশীল ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ে তুলতে চাই”। পলক আরো বলেন, প্রোগ্রামিং হচ্ছে আগামী দিনের ভাষা। আজকের প্রোগামাররাই ভবিষ্যত বিশ্বে নেতৃত্ব দেবে। আমি আশা করবো সমাজ ও মানবতার কল্যাণেই আজকের প্রোগ্রামাররা তাদের কোড ব্যবহার করবেন।

সবশেষে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। বিশ্ব-প্রযুক্তির বিকাশে হিসেবে তারুণ্যকে চালক হিসেবে অভিহিত করে তিনি বলেন, আগামীর ভাষা হবে প্রোগ্রামিং। এক্ষেত্রে তেমরাই হচ্ছ রাইজিং স্টার। তাই তোমাদের প্রোগ্রামিংয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। কেননা এখন প্রযুক্তির সময়। আমরা পূর্ণ গতিতে ডিজিটাল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের মানুষদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে যা যা করা দরকার, আমাদের সেগুলো করতে হবে। এমন আয়োজন তারই অংশ। একটি নতুন ডিজিটাল সমাজ গড়ে উঠছে। সবাই এতে যুক্ত হোন, এই সুযোগ যেন হাতছাড়া না হয়। তা না হলে পিছিয়ে পড়তে হবে। ভবিষ্যতের দুনিয়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় চলবে উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, এ কারণেই ডিজিটাল অকাঠামো উন্নয়ন এবং ডিজিটাল সাক্ষরতার পাশাপাশি আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি উদ্ভাবনী প্রযুক্তিকে। এসময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে অপব্যবহার না করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রী। আগামী ১০ নভেম্বর ২০২২-এ বসুন্ধরার আইসিসিবিতে ৪৫তম আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ অনুষ্ঠিত হবে। সারা বিশ্ব থেকে ১৩৭টি দল এই বছরের ওয়ার্ল্ড ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। প্রতিযোগিতাটি উদযাপন করতে ৭০টি দেশ থেকে এক হাজারের বেশি অতিথি ঢাকায় অবস্থান করছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিযোগীসহ দেশি-বিদেশি প্রায় এক হাজারের বেশি অতিথি উপস্থিত ছিলেন। আয়োজনে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে সেলিব্রেশন অফ গ্লোবাল ইয়ুথ, দ্য কনভারজেন্স (মিউজিক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এক্স এআই) এবং সাউন্ড অফ দ্য ন্যাশন বিষয়ক মোট তিনটি সাংস্কৃতিক পরিবেশনা প্রদর্শিত হয়।

https://digibanglatech.news/news/local/88499/

বাংলা ট্রিবিউন

প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার বিশ্ব আসর এবার ঢাকায়

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার সবচেয়ে সম্মানজনক এবং মর্যাদাপূর্ণ আয়োজন ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্টের (আইসিপিসি) এবারের চূড়ান্ত পর্বের আয়োজক দেশ বাংলাদেশ। প্রায় প্রতি বছরই তরুণ প্রজন্মের জন্য বিশেষভাবে আয়োজন করা হয় এই প্রতিযোগিতা, যার যাত্রা ১৯৭০ সাল থেকে। সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ (আইসিটি) প্রযুক্তি বিভাগের নেতৃত্বে আইসিপিসি'র ৪৫তম আসরের (আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা) নির্বাহী এজেন্সি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এবং বাংলাদেশের থেকে হোস্ট ইউনিভার্সিটি—ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)। আগামী ৮ নভেম্বর এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হবে। রবিবার (৬ নভেম্বর) রাজধানী ঢাকার আগারগাঁওয়ের আইসিটি টাওয়ারের বিসিসি অডিটোরিয়ামে আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা আয়োজনকে ঘিরে প্রেস ব্রিফিং আয়োজন করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এসব তথ্য জানান। এসময় উপস্থিত ছিলেন আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসি নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি. পাউচার। অন্যদের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস কনটেস্ট এর পরিচালক ড. মাইকেল জে. ডোনাহু, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্

ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক কামরুল আহসান, হুয়াওয়ের করপোরেট কমিউনিকেশনস বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ভিকি ঝ্যাং, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার প্রমুখ।

জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেন, 'এ আয়োজনটি আইসিটিতে আমাদের সক্ষমতা প্রদর্শনের দারুণ একটি সুযোগ। একই সঙ্গে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আইসিটি নেতৃত্বদের বর্তমান নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে দেওয়ারও একটি সুযোগ। আমরা আমাদের সব বন্ধুকে বাংলাদেশের সৌন্দর্য ও আতিথেয়তার স্বাদ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।' সংবাদ সম্মেলনে আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. উইলিয়াম বি. পাউচার বলেন, 'আইসিপিসি বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য একটি অন্যতম বিশেষ আয়োজন। আমাদের লক্ষ্য ভবিষৎ প্রজন্মের জন্য আমাদের শক্তির উপর নির্ভর করে একটি উন্নত বিশ্ব গড়ে তোলা। বাংলাদেশে এই অনুষ্ঠানটি হবে, এতে আমি খুবই উচ্ছ্বসিত।' ইউএপির উপাচার্য অধ্যাপক কামরুল আহসান আইসিপিসি ফাউন্ডেশন, বিসিসি এবং আইসিটি বিভাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'আইসিপিসি হলো সবচেয়ে পুরনো, বৃহত্তম এবং মর্যাদাপূর্ণ একটি প্রিমিয়ার গ্লোবাল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা, যা প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার অলিম্পিক হিসাবে বিবেচিত হয়।' উল্লেখ্য, ৪৪তম আইসিপিসি প্রতিযোগিতায় এশিয়া পশ্চিম অঞ্চলে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে সম্মান অর্জন করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। এ বছর ৭০টি দেশ থেকে প্রায় ১৩৭টি দল থেকে প্রতিযোগীরা এই প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে অংশ নিচ্ছেন। এই আয়োজনকে ঘিরে ইতোমধ্যে ২০০ জন আইসিপিসি রিজিওনাল কনটেস্ট ডিরেক্টর ছাড়াও কর্মকর্তাসহ অন্তত এক হাজারেরও বেশি বিদেশি অতিথি আসছেন বাংলাদেশে। ঢাকার বসুন্ধরায় অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) আগামী ৮ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে এবারের আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা ২০২২। প্রতিযোগিতার মূল প্রবলেম সলভিং অংশটি অনুষ্ঠিত হবে ১০ নভেম্বর, যেখানে ৬ ঘণ্টায় অংশগ্রহণকারীরা সমস্যা সমাধান করবেন। আয়োজনটির চ্যাম্পিয়নের নাম ঘোষণা করা হবে ১০ নভেম্বর সমাপনী অনুষ্ঠানে। বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক থেকে ৮টি দল অংশ নিচ্ছে।

https://www.banglatribune.com/tech-and-gadget/tech-news/771451/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%B0-%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F

BANGLA NEWS 24.com
সংবাদ বিনোদন সারাক্ষণ

আইসিপিসির আসর ঢাকায়, অংশ নিচ্ছে হাজারেরও বেশি বিদেশি অতিথি

ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা 'ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্টের (আইসিপিসি)' এবারের আয়োজক বাংলাদেশ। রকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নেতৃত্বে আইসিপিসির ৪৫তম আসরের নির্বাহক এজেন্সি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এবং বাংলাদেশের থেকে হোস্ট ইউনিভার্সিটি 'ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)'।

মঙ্গলবার (৮ নভেম্বর) দুপুরে এ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করা হবে। ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা (আইসিসিবি) থেকে শুরু হচ্ছে এবারের আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা ২০২২। কনটেস্টের মূল প্রবলেম সলভিং অংশটি অনুষ্ঠিত হবে ১০ নভেম্বর যেখানে ছয় ঘণ্টা সময়ের মধ্যে অংশগ্রহণকারীরা সমস্যা সমাধান করবেন তাদের দক্ষতা ও মেধার মাধ্যমে। আয়োজনটির চ্যাম্পিয়নের নাম ঘোষণা করা হবে ১০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সমাপনী অনুষ্ঠানে।

রোববার রাজধানী ঢাকার আগারগাঁওয়ের বিসিসি অডিটরিয়ামে আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা আয়োজনকে ঘিরে সংবাদ সম্মেলনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ জানায়, এরই মধ্যে বাংলাদেশে এ আয়োজন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সব প্রকার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসি নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি. পাউচার। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস কনটেস্টের পরিচালক ড. মাইকেল জে. ডোনাহু, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক কামরুল আহসান, হুয়াওয়ের কর্পোরেট কমিউনিকেশনস বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ভিকি ঝ্যাং, জেট ব্রেইনের বিনিয়োগ বিভাগের এসভিপি ও গবেষণা এবং শিক্ষা বিষয়ক বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট অন্ড্রে ইভ্যানভ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার। প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ পলক বলেন, এ আয়োজনটি আইসিটিতে আমাদের সক্ষমতা প্রদর্শনের দারুণ একটি সুযোগ। আমরা আমাদের সব বন্ধুকে বাংলাদেশের সৌন্দর্য ও আতিথেয়তার স্বাদ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তিনি বলেন, ১৩ বছরে আইসিটি খাতে আমাদের অনেক উন্নতি হয়েছে। ১৩ বছর আগে আমাদের মাত্র পাঁচ মিলিয়ন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল যা এখন ১৩০ মিলিয়ন। ১৩ বছর আগে কোনো আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি ছিল না, প্রযুক্তি খাতে রপ্তানি ছিল মাত্র ২৬ মিলিয়ন ডলার। এখন সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার এবং সার্ভিস সেক্টর থেকে সব মিলিয়ে প্রতি বছরে সেটি এক দশমিক চার বিলিয়ন ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি আরও বলেন, একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশ হলো অনলাইন সোর্স অব ওয়ার্কার এর তালিকায় দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হওয়ার সফলতা অর্জন করেছি এবং সেই সফলতার ভিত্তিতে ২০৪১ সালের মধ্যে এখন আমরা টেকসই, জ্ঞাননির্ভর ও সৃজনশীল স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ৪৪তম আইসিপিসি প্রতিযোগিতায় এশিয়া পশ্চিম অঞ্চলে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। এ বছর ৭০টি দেশ থেকে প্রায় ১৩৭টি দলের প্রতিযোগীরা এ কনটেস্টের চূড়ান্ত রাউন্ডে অংশ নিচ্ছে। আয়োজনকে ঘিরে ইতোমধ্যে ২০০ জন আইসিপিসি রিজিওনাল কনটেস্ট ডিরেক্টর ছাড়াও কর্মকর্তাসহ অন্তত এক হাজারেরও বেশি বিদেশি অতিথির আগমন হচ্ছে বাংলাদেশে। আইসিপিসি রিজিওনাল ডিরেক্টররা সেমিনারে অংশ নেবেন। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে এশিয়ার মধ্যে চীন, জাপান, থাইল্যান্ড এর পর ৪র্থ দেশ হিসেবে এবারই প্রথম বাংলাদেশ নামটি আইসিপিসি হোস্ট কান্ট্রি হিসেবে যুক্ত হচ্ছে। বিশ্ব আসরে বাংলাদেশ ১৯৯৮ সাল থেকে আইসিপিসি-তে প্রতিযোগী হিসেবে অংশ গ্রহণ করে আসছে। ১৯৯৮ সালে ঢাকায় প্রথম জাতীয় কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার (এনসিপিসি) ফাইনাল আয়োজন করা হয় যেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত

ছিলেন। বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক থেকে মোট আটটি মেধাবী দল অংশ নিচ্ছে। চূড়ান্ত পর্বকে লক্ষ্য করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক এবছরের অক্টোবর মাসে আয়োজন করা হয় একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ। এবারের আয়োজনেও বাংলাদেশ থেকে ভালো অর্জন আশা করছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

https://banglanews24.com/information-technology/news/bd/984397.details

সমকাল
মুহূর্তের খবর মুহূর্তেই...

ঢাকায় চলছে প্রোগ্রামিংয়ের বিশ্বকাপ

দেশে শুরু হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (আইসিপিসি)। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে হচ্ছে প্রোগ্রামিংয়ের বিশ্বকাপ হিসেবে পরিচিত এ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব (ওয়ার্ল্ড ফাইনালস)। বাংলাদেশে চূড়ান্ত পর্বের আয়োজক ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক এবং আইসিটি বিভাগ। আইসিপিসির ৪৫তম এ আসরে ৪৫টির বেশি দেশ থেকে ১৪০টি দল অংশ নিচ্ছে। অংশগ্রহণকারী দলগুলো নিজের দেশের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। প্রতি দলে তিনজন প্রতিযোগী এবং একজন কোচ থাকছেন। আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা, আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার পরিচালক (আরসিডি), প্রতিযোগী ও কোচ মিলিয়ে প্রায় ১ হাজার ৬০০ বিদেশি অতিথি আসছেন এ আয়োজনে। এর মধ্যে প্রতিযোগী থাকছেন ৪২০ জন। আইসিটি বিভাগ সূত্র জানায়, প্রতিযোগিতা ছাড়াও এবারের আসরে থাকছে বিভিন্ন আয়োজন। আজ থাকছে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মহড়ার পাশাপাশি দলগুলোর নিবন্ধন ও কনসার্ট। আগামীকাল হবে ৮ উদ্বোধন অনুষ্ঠান। ১০ নভেম্বর মূল প্রতিযোগিতা, ফল ঘোষণা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। রাজধানীর বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে ১০ নভেম্বর সকাল ১১টায় মূল প্রতিযোগিতা শুরু হবে। পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী এ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধান করতে হবে অংশগ্রহণকারীদের। প্রশ্ন তৈরির পাশাপাশি পরীক্ষা পরিচালনা করবেন আইসিপিসির বিচারকরা। সবচেয়ে বেশি সমস্যা সমাধান করা দল পাবে ওয়ার্ল্ড ফাইনাল বিজয়ীর স্বীকৃতি ও পুরস্কার। পুরস্কার হিসেবে চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য থাকছে ট্রফি, সনদ এবং ১৫ হাজার ডলার পুরস্কার। এ ছাড়া অঞ্চলভিত্তিক সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া ১২টি দলকে বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হবে। সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া চারটি দলকে স্বর্ণপদক দেওয়া হবে। পঞ্চম থেকে অষ্টম স্থানের জন্য রৌপ্য এবং নবম থেকে দ্বাদশ স্থানের জন্য থাকছে ব্রোঞ্জ পদক।

https://samakal.com/whole-country/article/2211142596/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%9D%E0%A6%B0%E0%A6%B2-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A3

সমকাল
মুহূর্তের খবর মুহূর্তেই...

ঢাকায় চলছে প্রোগ্রামিং বিশ্বকাপ

আজ চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা

প্রযুক্তি প্রতিদিন প্রতিবেদক

রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় চলছে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের বিশ্বকাপখ্যাত আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার ৪৫তম আসর। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আজ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে মূল প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৪৭ দেশের ১৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১১ প্রতিযোগী। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে এই আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)। আয়োজক সূত্র জানায়, এ প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্বে চলতি বছর বিশ্বের ১১১টি দেশে পৃথকভাবে স্থানীয় 'অন সাইট' প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বাছাই পর্বের এ প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ৫০ সহস্রাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেন। অংশগ্রহণকারীদের থেকে বাছাইকৃত শিক্ষার্থীরা ঢাকায় চূড়ান্ত রাউন্ডে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী এ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধান করতে হবে অংশগ্রহণকারীদের। সবচেয়ে বেশি সমস্যা সমাধান করা দল পাবে ওয়ার্ল্ড ফাইনাল বিজয়ীর স্বীকৃতি ও পুরস্কার। পুরস্কার হিসেবে চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য থাকছে ট্রফি, সনদ এবং ১৫ হাজার ডলার পুরস্কার। এ ছাড়া অঞ্চলভিত্তিক সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া ১২টি দলকে বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হবে। সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া চারটি দলকে স্বর্ণপদক দেওয়া হবে। পঞ্চম থেকে অষ্টম স্থানের জন্য রৌপ্য এবং নবম থেকে দ্বাদশ স্থানের জন্য আছে ব্রোঞ্জ পদক। এবারের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ থেকে সর্বোচ্চ আটটি দল অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। দলগুলো হচ্ছে- বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (এনএসইউ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি), রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট), আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)। চার দিনের এ আয়োজন শেষ হবে আগামীকাল।

https://samakal.com/feature/article/2211140850/%E0%A6%86%E0%A6%9C-%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE

কালের কণ্ঠ

৮ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে আইসিপিসি ২০২২

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে সম্মানজনক এবং মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা 'ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট' (আইসিপিসি)-এর এবারের আয়োজক দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। ঢাকার বসুন্ধরায় অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা (আইসিসিবি)তে বসবে এ প্রতিযোগিতার আসর। তিন দিনব্যাপী প্রতিযোগিতাটি শুরু হবে ৮ নভেম্বর। শেষ হবে ১০ নভেম্বর। এ বছর ৭০টি দেশ থেকে প্রায় ১৩৭টি দল থেকে মেধাবী প্রতিযোগীরা এই প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে অংশ নিচ্ছে। এই আয়োজনের বিস্তারিত তুলে ধরেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। এসময় উপস্থিত ছিলেন আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসি নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি. পাউচার। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নেতৃত্বে আইসিপিসি'র ৪৫তম আসরের নির্বাহক এজেন্সি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এবং বাংলাদেশের থেকে আয়োজক বিশ্ববিদ্যালয় 'ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)'।

https://www.kalerkantho.com/print-edition/tech-everyday/2022/11/07/1200886

daily sun
TRUE AND IMPARTIAL

ICPC world finals acknowledgment of Bangladesh capabilities

Foreign Minister AK Abdul Momen said that the 'world finals' of International Collegiate Programming Contest (ICPC) in Dhaka is acknowledgment of new capability of the country. "This prestigious ICPC programming competition is a token of Bangladesh's commitment to the creation of a thriving digital world with easy, accessible and equitable solutions for all," the foreign minister said while inaugurating a global computer event in Dhaka on Tuesday. More than one thousand foreign

delegates including contestants of 137 teams from 70 countries will be participating in the three-day long carnival at International Convention City Bashundhara in the capital. United States-based ICPC Foundation is hosting finals of the 45th edition of the global event in association with the ICT Division in Bangladesh. Bangladesh Computer Council (BCC) and University of Asia Pacific (UAP) are the partners of the prorgamme. State Minister for ICT Zunaid Ahmed Palak and ICPC Executive Director Dr. William B. Poucher were also special guests on the occasion. ICT Division Senior Secretary NM Zeaul Alam, ICPC Deputy Executive Director Michael J Donahoo, Huawei Vice President Vicky Zhang, Jet Brains Vice President Andrei Ivanov, UAP vice-chancellor Prof Qumrul Ahsan and BCC Executive DirectorRanajit Kumar were also present on the occasion. Abdul Momen termed the ICPC more than the problems it solves as it is indeed a genuine acknowledgement of a new Bangladesh and its many new capabilities - where digitalization is embedded into state policies and priority actions. Zunaid Ahmed Palak said that programming is the language of future and it help bridge the gap between cultures, languages and societies. “This is apparent through the various technological innovations we see in the World today. I believe that programmers are the problem solvers of tomorrow,” he said. ICPC Foundation President William B Poucher said the organisation is fulfilling our purpose which is to uplift every generation, computer science engineers to build on the strengths of the world that we have today to the benefit of their neighbors. The 45th ICPC world finals will take place at the ICCB on 10 November 2022.

https://www.daily-sun.com/post/654908/ICPC-world-finals-acknowledgment-of-Bangladesh-capabilities

DhakaTribune

Momen: ICPC is a token of commitment to digital world's creation

Bangladesh is one of the fastest-growing economies in South Asia, says Palak

Foreign Minister Dr A K Abdul Momen said the International Collegiate Programming Contest (ICPC) is a token of Bangladesh's commitment to the creation of a thriving digital world with easy, accessible and equitable solutions for all. "This Wednesday's contest, more than the problems it solves, is indeed a genuine acknowledgement of a new Bangladesh and its many new capabilities - where digitalization is embedded into state policies and priority actions," he as the chief guest said while inaugurating the International Collegiate Programming Contest (ICPC) World Finals Dhaka' held at International Convention City Bashundhara (ICCB)on Tuesday. With the presence of State Minister for the ICT Division Zunaid Ahmed Palak as a special guest, the event was attended by the President of the ICPC Foundation and ICPC Executive Director Dr William B Poucher as the guest of honour. Deputy Executive Director of ICPC and ICPC Director of World Finals Contests Dr Michael J Donahoo, Senior Secretary of ICT Division N M Zeaul Alam, Vice-Chancellor of UAP and Director of ICPC World Finals Dhaka Prof Dr Qumrul Ahsan and Executive Director of Bangladesh Computer Council (BCC) Ranajit Kumar were also present at the event. Palak, in his speech, said Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman envisioned making science and technology-based Golden Bangladesh. Highlighting the importance of computer programming, he said, "This can help us improve the world, but we need to collaborate, not compete." He added, "Programming is the language of the future as it can help bridge the gap between cultures, languages and societies. This is apparent through the various technological innovations we see in the world today. I believe that programmers are the problem solvers of tomorrow." Palak said, "Bangladesh is one of the fastest-growing economies in South Asia. We have progressed significantly in all sectors by utilizing ICT." He also explained the importance of the 3 C's - Creativity, Collaboration and Co-creation.

https://www.dhakatribune.com/foreign-affairs/2022/11/27/momen-dhaka-postpones-pm-hasinas-japan-tour-not-tokyo

The Daily Shomoyer Alo
সময়ের আলো
সত্য প্রকাশে আপসহীন

নতুন সক্ষমতার স্বীকৃতি হল আইসিপিসি: পররাষ্ট্র মন্ত্রী

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের জন্য সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা "আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা" এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মঙ্গলবার ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা (আইসিসিবি) গুলনকশা হলে অনুষ্ঠিত হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার রাতে জানিয়েছে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এম.পি. উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্ মেদ পলক এমপি উপস্থিত ছিলেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসি নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি. পাউচার।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন প্রধান অতিথি হিসেবে তার বক্তৃতায় বলেন, “এই মর্যাদাপূর্ণ আইসিপিসি প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা সবার জন্য সহজ, সুলভ এবং ন্যায়সঙ্গত সমাধানসহ একটি সমৃদ্ধ ডিজিটাল বিশ্ব গঠনে বাংলাদেশের অঙ্গীকারের প্রতীক। আজকের এই প্রতিযোগিতা সমস্যার সমাধান করার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরো বলেন যে প্রকৃতপক্ষে একটি নতুন বাংলাদেশ এবং এর অনেক নতুন সক্ষমতার স্বীকৃতি হল এই প্রতিযোগিতা যেখানে ডিজিটালাইজেশনে রাষ্ট্রীয় নীতি এবং অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপে নিহিত আছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি বলেন যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নকে সর্বদা উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন।” প্রোগ্রামিংয়ের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন, এটি আমাদের বিশ্বকে উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে। তিনি প্রতিযোগিতার পরিবর্তে একে অপরকে সহযোগিতা করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে প্রোগ্রামিং হবে ভবিষ্যতের ভাষা। প্রোগ্রামিং সংস্কৃতি, ভাষা এবং সমাজের মধ্যে ব্যবধান দূর করতে সহায়তা করতে পারে। প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন এটি বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মাধ্যমে স্পষ্ট। আমি বিশ্বাস করি যে প্রোগ্রামাররা আগামীদিনের সমস্যা সমাধানকারী। পলক বলেন, বাংলাদেশ হলো দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ। আমরা আইসিটি ব্যবহার করে সকল খাতে উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রগতি লাভ করেছি। প্রতিমন্ত্রী সৃজনশীলতা, সহযোগিতা এবং সহ-নির্মাণের গুরুত্বও ব্যাখ্যা করেন।

আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. উইলিয়াম বি. পাউচার বলেন, ঢাকায় এসে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য পূরণে কাজ করে যাচ্ছি। বর্তমান বিশ্বকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে আজকের কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রকৌশলীসহ তরুণ প্রজন্মের অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য আমাদের এ প্রয়াস। ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য অধ্যাপক কামরুল আহসান বলেন, ইউএপি বিশ্বাস করে যে ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরিতে তথ্যপ্রযুক্তি এক যুগান্তকারী ভুমিকা রাখছে। তিনি বলেন, এটি বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে আমরা ইউএপি পরিবার অত্যন্ত গর্ববোধ করছি। এই আন্তর্জাতিক আয়োজনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং বিশ্বে উল্লেখ্যযোগ্য পরিবর্তন আনতে ভুমিকা রাখবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এছাড়া সারা বিশ্বের সেরা কম্পিউটিং মেধাবীদের সাথে সংযুক্ত হতে সাহায্য করবে

এই আইসিপিসি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিযোগীসহ দেশি-বিদেশি প্রায় এক হাজারের বেশি অতিথি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত আয়োজনে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে সেলিব্রেশন অফ গ্লোবাল ইয়ুথ, দ্য কনভারজেন্স (মিউজিক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এক্স এআই) এবং সাউন্ড অফ দ্য ন্যাশন বিষয়ক মোট তিনটি সাংস্কৃতিক পরিবেশনা প্রদর্শিত হয়। আইসিপিসি ফাউন্ডেশন উক্ত আয়োজনের হোস্ট, কোচ, স্পন্সর এবং আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার পরিচালকদের (আরসিডি) অবদানের স্মরণে ফলক উপস্থাপন করেন। আইসিপিসি ফাউন্ডেশন ফলক উপস্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল আয়োজনের স্বপ্ন দেখা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীকে সম্মান জানায়। অনুষ্ঠানে প্রয়াত এই জাতীয় অধ্যাপকের অবদানের জন্য প্রাপ্ত অ্যাওয়ার্ড মরহুম জামিলুর রেজা চৌধুরীর স্ত্রী গ্রহণ করেন। আগামী ১০ নভেম্বর ২০২২-এ বসুন্ধরার আইসিসিবিতে ৪৫তম আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ অনুষ্ঠিত হবে। সারা বিশ্ব থেকে ১৩৭টি দল এই বছরের ওয়ার্ল্ড ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। প্রতিযোগিতাটি উদযাপন করতে ৭০টি দেশ থেকে এক হাজারের বেশি অতিথি ঢাকায় অবস্থান করছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নেতৃত্বে আইসিপিসি এর ৪৫তম আসরের নির্বাহক এজেন্সি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এবং বাংলাদেশের থেকে হোস্ট ইউনিভার্সিটি 'ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)'।

https://www.shomoyeralo.com/details.php?id=203489

DHAKA POST

নতুন সক্ষমতার স্বীকৃতি হলো আইসিপিসি

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, ডিজিটালাইজেশনে রাষ্ট্রীয় নীতি এবং অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপ নিহিত রয়েছে। তিনি বলেন, একটি নতুন বাংলাদেশ এবং এর অনেক নতুন সক্ষমতার স্বীকৃতি হলো আইসিপিসি প্রতিযোগিতা। মঙ্গলবার (৮ নভেম্বর) ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা (আইসিসিবি) হলের 'আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে এসব কথা বলেন মন্ত্রী। ড. মোমেন বলেন, এই মর্যাদাপূর্ণ আইসিপিসি প্রোগ্রামিং

প্রতিযোগিতা সবার জন্য সহজ, সুলভ এবং ন্যায়সঙ্গত সমাধানসহ একটি সমৃদ্ধ ডিজিটাল বিশ্ব গঠনে বাংলাদেশের অঙ্গীকারের প্রতীক। আজকের এই প্রতিযোগিতা সমস্যার সমাধান করার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসি নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি. পাউচার ও আইসিপিসির উপ-নির্বাহী পরিচালক ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস কনটেস্টের পরিচালক ড. মাইকেল জে. ডোনাহু। জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নকে সর্বদা উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। প্রোগ্রামিংয়ের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এটি আমাদের বিশ্বকে উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে। তিনি প্রতিযোগিতার পরিবর্তে একে অপরকে সহযোগিতা করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, প্রোগ্রামিং হবে ভবিষ্যতের ভাষা। প্রোগ্রামিং সংস্কৃতি, ভাষা এবং সমাজের মধ্যে ব্যবধান দূর করতে সহায়তা করতে পারে। পলক বলেন, বাংলাদেশ হলো দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ। আমরা আইসিটি ব্যবহার করে সব খাতে উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রগতি লাভ করেছি। প্রতিমন্ত্রী সৃজনশীলতা, সহযোগিতা এবং সহ-নির্মাণের গুরুত্বও ব্যাখ্যা করেন। আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. উইলিয়াম পাউচার বলেন, ঢাকায় এসে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য পূরণে কাজ করে যাচ্ছি। বর্তমান বিশ্বকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে আজকের কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রকৌশলীসহ তরুণ প্রজন্মের অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য আমাদের এ প্রয়াস। বৃহস্পতিবার (১০ নভেম্বর) বসুন্ধরার আইসিসিবিতে ৪৫তম আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস অনুষ্ঠিত হবে। সারা বিশ্ব থেকে ১৩৭টি দল এই বছরের ওয়ার্ল্ড ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। প্রতিযোগিতাটি উদযাপন করতে ৭০টি দেশ থেকে এক হাজারের বেশি অতিথি ঢাকায় অবস্থান করছেন।

https://www.dhakapost.com/national/152789

আইসিপিসি ডিজিটাল বিশ্ব তৈরির অঙ্গীকারের প্রতীক : মোমেন

ঢাকা, ৯ নভেম্বর, ২০২২ (বাসস) : পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (আইসিপিসি) হচ্ছে সকলের জন্য সহজ, সহজলভ্য এবং সুষম সমাধান সহ একটি সমৃদ্ধ ডিজিটাল বিশ্ব গঠনে বাংলাদেশের অঙ্গীকারের প্রতীক। আন্তর্জাতিক কলেজিয়েটের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তৃতাকালে তিনি

বলেন, "আজকের এ প্রতিযোগিতা সমস্যার সমাধান করার চেয়েও বেশি। প্রকৃতপক্ষে এতে একটি নতুন বাংলাদেশ এবং এর অনেক নতুন সক্ষমতার সত্যিকারের স্বীকৃতি রয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় নীতি ও অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচিগুলো মধ্যে ডিজিটালাইজেশন সন্নিহিত করা হয়েছে।" গতকাল ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (আইসিপিসি) ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা' অনুষ্ঠিত হয়। আইসিটি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের উপস্থিতিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও আইসিপিসির নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি পাউচার। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আইসিপিসি'র ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং ওয়ার্ল্ড ফাইনালস কন্টেস্টের আইসিপিসি ডিরেক্টর ড. মাইকেল জে ডোনাহু, আইসিটি ডিভিশনের সিনিয়র সেক্রেটারি এন এম জিয়াউল আলম, ইউএপির ভাইস-চ্যান্সেলর এবং আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকার ডিরেক্টর প্রফেসর ড. কুমরুল আহসান এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার। পলক বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, "এটি আমাদের বিশ্বকে উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে, তবে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে, প্রতিযোগিতা নয়।" তিনি আরো বলেন, "প্রোগ্রামিং হল ভবিষ্যতের ভাষা কারণ এটি সংস্কৃতি, ভাষা এবং সমাজের মধ্যে ব্যবধান সেতু বন্ধন গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে। আজ বিশ্বের বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মাধ্যমে এটি স্পষ্ট। আমি বিশ্বাস করি যে প্রোগ্রামাররা ভবিষ্যতের সমস্যা সমাধানকারী।" পলক বলেন, "দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির একটি বাংলাদেশ। আমরা আইসিটি ব্যবহার করে সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছি।" তিনি সৃজনশীলতা, সহযোগিতা এবং যৌথ উদ্যোগে সৃষ্টির গুরুত্ব তুলে ধরেন।

https://www.bssnews.net/bangla/news-flash/65861

প্রকাশনার ৭০ বছর
সংবাদ
বাংলাদেশের মুখপত্র

আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ ঢাকা আসরের উদ্বোধন

সংবাদ অনলাইন রিপোর্ট: মঙ্গলবার, ০৮ নভেম্বর ২০২২

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের জন্য সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা "আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা" এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ৮ নভেম্বর ২০২২, মঙ্গলবার ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা (আইসিসিবি) গুলনকশা হলে অনুষ্ঠিত হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসি নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি. পাউচার। অন্যান্যদের মধ্যে আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ কনটেস্ট এর পরিচালক ড. মাইকেল জে. ডোনাহু, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক কামরুল আহসান এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন বলেন, ‘এই মর্যাদাপূর্ণ আইসিপিসি প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা সবার জন্য সহজ, সুলভ এবং ন্যায়সঙ্গত সমাধানসহ একটি সমৃদ্ধ ডিজিটাল বিশ্ব গঠনে বাংলাদেশের অঙ্গীকারের প্রতীক। প্রকৃতপক্ষে একটি নতুন বাংলাদেশ এবং এর অনেক নতুন সক্ষমতার স্বীকৃতি হল এই প্রতিযোগিতা যেখানে ডিজিটালাইজেশনে রাষ্ট্রীয় নীতি এবং অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপে নিহিত আছে।’ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেন, ‘প্রোগ্রামিং হবে ভবিষ্যতের ভাষা। প্রোগ্রামিং সংস্কৃতি, ভাষা এবং সমাজের মধ্যে ব্যবধান দূর করতে সহায়তা করতে পারে। আমি বিশ্বাস করি যে প্রোগ্রামাররা আগামীদিনের সমস্যা সমাধানকারী।’

আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. উইলিয়াম বি. পাউচার বলেন, ‘আমরা আমাদের উদ্দেশ্য পূরণে কাজ করে যাচ্ছি। বর্তমান বিশ্বকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে আজকের কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রকৌশলীসহ তরুণ প্রজন্মের অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য আমাদের এ প্রয়াস।’ ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য অধ্যাপক কামরুল আহসান বলেন, ‘এটি বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে আমরা ইউএপি পরিবার অত্যন্ত গর্ববোধ করছি। সারা বিশ্বের সেরা কম্পিউটিং মেধাবীদের সাথে সংযুক্ত হতে সাহায্য করবে এই আইসিপিসি।’ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিযোগীসহ দেশি-বিদেশি প্রায় এক হাজারের বেশি অতিথি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত আয়োজনে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে সেলিব্রেশন অফ গ্লোবাল ইয়ুথ, দ্য কনভারজেন্স (মিউজিক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এক্স এআই) এবং সাউন্ড অফ দ্য ন্যাশন বিষয়ক মোট তিনটি সাংস্কৃতিক পরিবেশনা প্রদর্শিত হয়। আইসিপিসি ফাউন্ডেশন ফলক উপস্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল আয়োজনের স্বপ্ন দেখা প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীকে সম্মান জানায়। অনুষ্ঠানে প্রয়াত এই জাতীয় অধ্যাপকের অবদানের জন্য প্রাপ্ত অ্যাওয়ার্ড মরহুম জামিলুর রেজা চৌধুরীর স্ত্রী গ্রহণ করেন। আগামী ১০ নভেম্বর ২০২২-এ বসুন্ধরার আইসিসিবিতে ৪৫তম আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ অনুষ্ঠিত হবে। সারা বিশ্ব থেকে ১৩৭টি দল এই বছরের ওয়ার্ল্ড ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। প্রতিযোগিতাটি

উদযাপন করতে ৭০টি দেশ থেকে এক হাজারের বেশি অতিথি ঢাকায় অবস্থান করছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নেতৃত্বে আইসিপিসি এর ৪৫তম আসরের নির্বাহক এজেন্সি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এবং বাংলাদেশের থেকে হোস্ট ইউনিভার্সিটি 'ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)'।

https://sangbad.net.bd/news/campus/80148/

প্রোগ্রামিং হবে ভবিষ্যতের ভাষা: প্রতিমন্ত্রী পলক

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের জন্য সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা 'আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা' এর উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৮ নভেম্বর) রাজধানীর বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি (আইসিসিবি)তে অনুষ্ঠিত হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন । অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসি নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি পাউচার। অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, এই মর্যাদাপূর্ণ আইসিপিসি প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা সবার জন্য সহজ, সুলভ এবং ন্যায়সঙ্গত সমাধানসহ একটি সমৃদ্ধ ডিজিটাল বিশ্ব গঠনে বাংলাদেশের অঙ্গীকারের প্রতীক। আজকের এই প্রতিযোগিতা সমস্যার সমাধান করার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, প্রকৃতপক্ষে একটি নতুন বাংলাদেশ এবং এর অনেক নতুন সক্ষমতার স্বীকৃতি হল এই প্রতিযোগিতা যেখানে ডিজিটালাইজেশনে রাষ্ট্রীয় নীতি এবং অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপে নিহিত আছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নকে সর্বদা উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. উইলিয়াম বি পাউচার বলেন, ঢাকায় এসে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য পূরণে কাজ করে যাচ্ছি। বর্তমান বিশ্বকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রকৌশলীসহ তরুণ প্রজন্মের অগ্রগতি

নিশ্চিত করার জন্য আমাদের এ প্রয়াস। ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য অধ্যাপক কামরুল আহসান বলেন, ইউএপি বিশ্বাস করে যে ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরিতে তথ্যপ্রযুক্তি এক যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে। তিনি বলেন, এটি বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে আমরা ইউএপি পরিবার অত্যন্ত গর্ববোধ করছি। এই আন্তর্জাতিক আয়োজনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং বিশ্বে উল্লেখ্যযোগ্য পরিবর্তন আনতে ভূমিকা রাখবে। এছাড়া সারা বিশ্বের সেরা কম্পিউটিং মেধাবীদের সঙ্গে সংযুক্ত হতে সাহায্য করবে এ আইসিপিসি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশি-বিদেশি প্রায় এক হাজারের বেশি অতিথি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত আয়োজনে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে সেলিব্রেশন অফ গ্লোবাল ইয়ুথ, দ্য কনভারজেন্স (মিউজিক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এক্স এআই) এবং সাউন্ড অফ দ্য ন্যাশন বিষয়ক মোট তিনটি সাংস্কৃতিক পরিবেশনা প্রদর্শিত হয়।

আগামী ১০ নভেম্বর ৪৫তম আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ অনুষ্ঠিত হবে। সারা বিশ্ব থেকে ১৩৭টি দল এই বছরের ওয়ার্ল্ড ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

https://www.channel24bd.tv/information-technology/article/130159/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE:-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%95%C2%A0

biztech24.com

প্রোগ্রামিং হবে ভবিষ্যতের ভাষা: পলক

তথ্য ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেছেন, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ। আমরা আইসিটি ব্যবহার করে সকল খাতে উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রগতি লাভ করেছি। কম্পিউটার প্রোগ্রামিং হবে ভবিষ্যতের ভাষা। প্রোগ্রামিং সংস্কৃতি, ভাষা এবং সমাজের মধ্যে ব্যবধান দূর করতে সহায়তা করতে পারে।

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের জন্য সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা 'আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। মঙ্গলবার ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জুনাইদ

আহ্মেদ পলক বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নকে সর্বদা উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। প্রোগ্রামিংয়ের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এটি আমাদের বিশ্বকে উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে। তিনি প্রতিযোগিতার পরিবর্তে একে অপরকে সহযোগিতা করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করি যে প্রোগ্রামাররা আগামী দিনের সমস্যা সমাধানকারী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনবলেন, এই মর্যাদাপূর্ণ আইসিপিসি প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা সবার জন্য সহজ, সুলভ এবং ন্যায়সঙ্গত সমাধানসহ একটি সমৃদ্ধ ডিজিটাল বিশ্ব গঠনে বাংলাদেশের অঙ্গীকারের প্রতীক। আজকের এই প্রতিযোগিতা সমস্যার সমাধান করার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে একটি নতুন বাংলাদেশ এবং এর অনেক নতুন সক্ষমতার স্বীকৃতি হল এই প্রতিযোগিতা, যেখানে ডিজিটালাইজেশনে রাষ্ট্রীয় নীতি এবং অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপে নিহিত আছে। আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. উইলিয়াম বি. পাউচার বলেন, ঢাকায় এসে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য পূরণে কাজ করে যাচ্ছি। বর্তমান বিশ্বকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে আজকের কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রকৌশলীসহ তরুণ প্রজন্মের অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য আমাদের এ প্রয়াস। আগামী ১০ নভেম্বর ৪৫তম আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ অনুষ্ঠিত হবে। সারা বিশ্ব থেকে ১৩৭টি দল এই বছরের ওয়ার্ল্ড ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। প্রতিযোগিতাটি উদযাপন করতে ৭০টি দেশ থেকে এক হাজারের বেশি অতিথি ঢাকায় অবস্থান করছেন।

https://www.biztech24.com/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%95/1577

দৈনিক
কালবেলা
THE DAILY KALBELA

প্রোগ্রামিং হবে ভবিষ্যতের ভাষা : পলক

মঙ্গলবার ঢাকায় আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ ঢাকা আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন নাইদ আহমেদ পলক। ছবি : কালবেলা

ভবিষ্যতের ভাষা প্রোগ্রামিং হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা (আইসিসিবি) গুলনকশা হলে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের জন্য সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা "আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা" এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ তথ্য জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন। তিনি বলেন, ‘এই মর্যাদাপূর্ণ আইসিপিসি প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা সবার জন্য সহজ, সুলভ এবং ন্যায়সঙ্গত সমাধানসহ একটি সমৃদ্ধ ডিজিটাল বিশ্ব গঠনে বাংলাদেশের অঙ্গীকারের প্রতীক। আজকের এই প্রতিযোগিতা সমস্যার সমাধান করার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।’ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, ‘প্রকৃতপক্ষে একটি নতুন বাংলাদেশ এবং এর অনেক নতুন সক্ষমতার স্বীকৃতি হলো এই প্রতিযোগিতা যেখানে ডিজিটালাইজেশনে রাষ্ট্রীয় নীতি এবং অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপে নিহিত আছে।’ অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেন, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নকে সর্বদা উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন।’ প্রোগ্রামিংয়ের গুরুত্ব তুলে ধরে এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, এটি আমাদের বিশ্বকে উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে। তিনি প্রতিযোগিতার পরিবর্তে একে অপরকে সহযোগিতা করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, প্রোগ্রামিং হবে ভবিষ্যতের ভাষা। প্রোগ্রামিং সংস্কৃতি, ভাষা এবং সমাজের মধ্যে ব্যবধান দূর করতে সহায়তা করতে পারে। প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, এটি বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মাধ্যমে স্পষ্ট। আমি বিশ্বাস করি যে প্রোগ্রামাররা আগামী দিনের সমস্যা সমাধানকারী। পলক আরও বলেন, বাংলাদেশ হলো দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ। আমরা আইসিটি ব্যবহার করে সব খাতে উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রগতি লাভ করেছি। প্রতিমন্ত্রী সৃজনশীলতা, সহযোগিতা এবং সহ নির্মাণের গুরুত্বও ব্যাখ্যা করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রীসহ অন্যান্য ব্যাক্তিবর্গ। ছবি : কালবেলা

আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. উইলিয়াম বি. পাউচার বলেন, ঢাকায় এসে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য পূরণে কাজ করে যাচ্ছি। বর্তমান বিশ্বকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে আজকের কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রকৌশলীসহ তরুণ প্রজন্মের অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য আমাদের এ প্রয়াস। ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য অধ্যাপক কামরুল আহসান বলেন, ইউএপি বিশ্বাস করে ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরিতে তথ্যপ্রযুক্তি এক যুগান্তকারী ভুমিকা রাখছে। তিনি বলেন, এটি বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে আমরা ইউএপি পরিবার অত্যন্ত গর্ববোধ করছি। এই আন্তর্জাতিক আয়োজনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং বিশ্বে উল্লেখ্যযোগ্য পরিবর্তন আনতে ভূমিকা রাখবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এ ছাড়া সারা বিশ্বের সেরা কম্পিউটিং মেধাবীদের সঙ্গে সংযুক্ত হতে সাহায্য করবে এই আইসিপিসি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিযোগীসহ দেশি-বিদেশি প্রায় এক হাজারের বেশি অতিথি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে সেলিব্রেশন অফ গ্লোবাল ইয়ুথ, দ্য কনভারজেন্স (মিউজিক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এক্স এআই) এবং সাউন্ড অফ দ্য ন্যাশন বিষয়ক মোট তিনটি সাংস্কৃতিক পরিবেশনা প্রদর্শিত হয়।

https://kalbela.com/science-tech/technology/gj6qndubu0

বাংলা ট্রিবিউন

পর্দা উঠলো আইসিপিসির ৪৫তম আসরের, প্রোগ্রামিং হবে ভবিষ্যতের ভাষা: পলক

সারাবিশ্ব থেকে ১৩৭টি দল এ বছরের ওয়ার্ল্ড ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার সবচেয়ে বড় আসর আইসিপিসি'র (ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট) চূড়ান্ত পর্বের আসর বসেছে ঢাকায়। আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা শিরোনামের এই অনুষ্ঠানের পর্দা উঠছে মঙ্গলবার (৮ নভেম্বর) ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি)। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন প্রধান অতিথি হিসেবে আসরের উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসি নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি. পাউচার। অন্যদের মধ্যে আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস কনটেস্ট -এর পরিচালক ড. মাইকেল জে. ডোনাহু, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক কামরুল আহসান এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি)নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন বলেন, এই মর্যাদাপূর্ণ আইসিপিসি প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা সবার জন্য সহজ, সুলভ এবং ন্যায়সঙ্গত সমাধানসহ একটি সমৃদ্ধ ডিজিটাল বিশ্ব গঠনে বাংলাদেশের অঙ্গীকারের প্রতীক। আজকের এই প্রতিযোগিতা সমস্যার সমাধান করার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে একটি নতুন বাংলাদেশ এবং এর অনেক নতুন সক্ষমতার স্বীকৃতি হলো এই প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, এটি আমাদের বিশ্বকে উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে। তিনি প্রতিযোগিতার পরিবর্তে একে অপরকে সহযোগিতা করার পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন, প্রোগ্রামিং হবে ভবিষ্যতের ভাষা। প্রোগ্রামিং সংস্কৃতি, ভাষা এবং সমাজের মধ্যে ব্যবধান দূর করতে সহায়তা করতে পারে। প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, এটি বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রযুক্তিগত

উদ্ভাবনের মাধ্যমে স্পষ্ট। আমি বিশ্বাস করি প্রোগ্রামাররা আগামী দিনের সমস্যা সমাধানকারী। ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য অধ্যাপক কামরুল আহসান বলেন, ইউএপি বিশ্বাস করে ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরিতে তথ্যপ্রযুক্তি এক যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে। তিনি বলেন, এটি বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে আমরা ইউএপি পরিবার অত্যন্ত গর্ববোধ করছি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিযোগীসহ দেশি-বিদেশি এক হাজারের বেশি অতিথি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত আয়োজনে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে সেলিব্রেশন অব গ্লোবাল ইয়ুথ, দ্য কনভারজেন্স (মিউজিক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এক্স এআই) এবং সাউন্ড অফ দ্য নেশন বিষয়ক মোট তিনটি সাংস্কৃতিক পরিবেশনা প্রদর্শিত হয়। আইসিপিসি ফাউন্ডেশন উক্ত আয়োজনের হোস্ট, কোচ, স্পন্সর এবং আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার পরিচালকদের (আরসিডি) অবদানের স্মরণে ফলক উপস্থাপন করেন। আইসিপিসি ফাউন্ডেশন ফলক উপস্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল আয়োজনের স্বপ্ন দেখা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীকে সম্মান জানায়। অনুষ্ঠানে প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপকের অবদানের জন্য প্রাপ্ত অ্যাওয়ার্ড মরহুম জামিলুর রেজা চৌধুরীর স্ত্রী গ্রহণ করেন। আগামী ১০ নভেম্বর বসুন্ধরার আইসিসিবিতে ৪৫তম আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস অনুষ্ঠিত হবে। সারাবিশ্ব থেকে ১৩৭টি দল এ বছরের ওয়ার্ল্ড ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নেতৃত্বে আইসিপিসির ৪৫তম আসরের আয়োজক বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) ও বাংলাদেশের হোস্ট ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)।

https://www.banglatribune.com/tech-and-gadget/771786/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AD%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%95

আইসিটি খাতের উন্নয়নে আইসিপিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে

আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও আইসিপিসির নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি. পাউচার বলেন, অন্যরা যা করেছে তার বাইরেও নিজেকে প্রসারিত করতে হবে এবং নতুন দক্ষতা তৈরির মাধ্যমে সক্ষমতা বাড়াতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জায়গা করে দিতে হবে। তিনি বলেন, আইসিটি খাতের উন্নয়নে আইসিপিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বৃহস্পতিবার (১০ নভেম্বর) ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরার (আইসিসিবি) হল-১ গুলনকশায় আয়োজিত সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহ, আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ড. মাইকেল জে. ডোনাহু, হোস্ট বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য ও আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক কামরুল আহসান এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার অংশগ্রহণ করেন। এসময় হুয়াওয়ের করপোরেট কমিউনিকেশনস বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ভিকি ঝ্যাং এবং জেট ব্রেইনের বিনিয়োগ, গবেষণা ও শিক্ষা বিষয়ক বিভাগের এসভিপি অন্ড্রে ইভ্যানভ উপস্থিত ছিলেন। ড. বিল পাউচার আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা সফলভাবে আয়োজনের জন্য ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিককে সহায়তার জন্য বাংলাদেশ সরকার বিশেষ করে আইসিটি বিভাগ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আমি এখানে আসতে পেরে আনন্দিত। আমাদের আরও ভালো করার জন্য আমাদের সক্রিয় থাকতে হবে। অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান তার বক্তৃতায় বলেন, এই প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা সফলভাবে আয়োজনের মাধ্যমে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক যে অভিজ্ঞতা অর্জন করছে তা পরে এই ধরনের বড় আয়োজন বাস্তবায়ন করতে বিশেষভাবে সহযোগিতা করবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা আয়োজনের মাধ্যমে আমরা যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারছি তা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষ করে ভবিষ্যত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে সম্যক ভূমিকা রাখবে।

আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকা আয়োজনের সুবিধা তুলে ধরে আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহ বলেন, 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের জন্য একটি মানবসম্পদ পুল তৈরি করতে আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য সমস্যা সমাধানের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগ সময়োপযোগী উদ্যোগ নিয়েছে এবং সম্প্রতি আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জাতীয় পাঠ্যসূচিতে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং কোডিং অন্তর্ভুক্ত করেছি।' বিসিসির নির্বাহী পরিচালক জনাব রণজিৎ কুমার বলেন, 'এই অনুষ্ঠানে আপনি এখন এখানে যা দেখেছেন, এমনকি প্রতিযোগিতার স্থানের যে চমৎকার পরিবেশ তৈরি হয়েছে তা হলো কঠোর পরিশ্রমের ফল, যার যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১৭ সালে। যদিও অপারেশনাল পরিকল্পনা এবং

প্রস্তুতিপর্ব গত বছর থেকে শুরু হয়েছিল তারপরে এই অনুষ্ঠানে বাস্তবায়নের জন্য আমরা মুখোমুখি এবং অনলাইন উভয় ক্ষেত্রেই শত শত মিটিং করেছি।' সারা বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্য থেকে প্রাপ্ত সেরা ১৩৭টি দল ঢাকার বসুন্ধরার আইসিসিবি হল নং ৪ -এ চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ৭০টি দেশ থেকে এক হাজারের বেশি অতিথি প্রতিযোগিতা উদযাপন করতে এখন ঢাকায় রয়েছেন। গত ৮ নভেম্বর আইসিসিবি-এর ১নং হলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালের ৪৫তম আসর শুরু হয়েছিল, যা প্রোগ্রামিং ওয়ার্ল্ড কাপ নামে পরিচিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নেতৃত্বে আইসিপিসি এর ৪৫তম আসরের নির্বাহক এজেন্সি বিসিসি এবং বাংলাদেশের থেকে হোস্ট ইউনিভার্সিটি হলো ইউএপি। আইসিপিসি রিজিওনাল কনটেস্ট ডিরেক্টর (আরসিডি), ছাত্র, বিচারক, প্রশিক্ষক, স্পন্সর এবং অংশীদারদের নিয়ে এক বিশাল সমাবেশে পরিণত হয় আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল অনুষ্ঠান। ভেন্যু এবং হোটেল জুড়ে এই গ্রুপগুলোর কার্যক্রম এবং ইভেন্টগুলোও বিশ্ব ফাইনালের একটি অংশ। প্রতিযোগীদের জন্য গেমিং সুবিধা সহ একটি চিল জোন, মুজিব কর্নার, আইসিটি বিভাগের একটি প্যাভিলিয়নসহ স্পনসর শোকেস জোন আইসিসিবির ২ নং হলে স্থাপন করা হয়। সোমবার ৭ অক্টোবর আইসিসিবিতে এ প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে অ্যালামনাই টক অনুষ্ঠিত হয়। জেটব্রেইন্সের টেকট্রেক প্রেজেন্টেশন, আরসিডি সিম্পোজিয়াম এবং টিম রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম ছিল ঐ দিনটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। ৮ তারিখের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছাড়াও সকালে অংশগ্রহণকারী টিম এবং কোচদের জন্য হুয়াওয়ের বিশেষ উপস্থাপনা এবং আইসিপিসি চ্যালেঞ্জ নামক আয়োজন ছিল আকর্ষণীয় অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, আরসিডিগণ বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর পরিদর্শনের পর ওই দিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন। প্রতিযোগিতার ড্রেস রিহার্সালটি ছিল ৯ অক্টোবর ২০২২-এর একমাত্র ইভেন্ট।

https://www.bvnews24.com/information-technology/news/80558

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক
THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর

আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল

আজ ৪৫তম আসরের সমাপনী

ঢাকায় চলছে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেস্ট (আইসিপিসি)। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এবারের আয়োজনে অংশগ্রহণ করেছে সারা বিশ্ব থেকে ১৩৭টি দল। প্রতিযোগিতাটি উদযাপন করতে ৭০টি দেশ থেকে ১ হাজারের বেশি অতিথি ঢাকায় অবস্থান করছেন। আজ বৃহস্পতিবার ১০ নভেম্বর আইসিসিবিতে ৪৫তম আসরের সমাপনী অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার মূল প্রবলেম সলভিং অংশটিও অনুষ্ঠিত হবে এদিন। যেখানে ৬ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে অংশগ্রহণকারীরা সমস্যা সমাধান করবেন। আইসিপিসি ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এবং হোস্ট ইউনিভার্সিটি হিসাবে ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) ৪৫তম আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস্ ঢাকা এর মূল আয়োজক। ১৯৭০ থেকে প্রায় প্রতি বছরই তরুণ প্রজন্মের জন্য বিশেষভাবে আয়োজিত হয় এই কনটেস্ট। বিশ্ব আসরে বাংলাদেশ ১৯৯৮ সাল থেকে আইসিপিসি-তে প্রতিযোগী হিসাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। এশিয়ার মধ্যে চীন, জাপান, থাইল্যান্ডের পর ৪র্থ দেশ হিসাবে এবারই প্রথম বাংলাদেশ নামটি আইসিপিসি হোস্ট কান্ট্রি হিসাবে যুক্ত হয়। এর আগে মঙ্গলবার আইসিসিবিতে আসরের উদ্বোধনী পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক, সম্মানিত অতিথি হিসাবে আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের সভাপতি এবং আইসিপিসি নির্বাহী পরিচালক ড. উইলিয়াম বি. পাউচার উপস্থিত ছিলেন। প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন, প্রোগ্রামিং হবে ভবিষ্যতের ভাষা। প্রোগ্রামিং সংস্কৃতি, ভাষা এবং সমাজের মধ্যে ব্যবধান দূর করতে সহায়তা করতে পারে। এটি বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মাধ্যমে স্পষ্ট। আমি বিশ্বাস করি যে প্রোগ্রামাররা আগামী দিনের সমস্যা সমাধানকারী। ড. উইলিয়াম বি. পাউচার বলেন, আইসিপিসি বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য একটি অন্যতম বিশেষ

আয়োজন। আমাদের লক্ষ্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমাদের শক্তির ওপর নির্ভর করে একটি উন্নত বিশ্ব গড়ে তোলা। আইসিপিসি ‘একটি ডিজিটাল বিপ্লব এবং ডিজিটাল মিলেনিয়ামের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের সবাইকে একটি উন্নত ভবিষ্যতের জন্য কাজ করে যেতে হবে। আর সেই কাজ করতে হবে প্রযুক্তির মাধ্যমে।’ বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক থেকে মোট ৮টি দল অংশ নেয় এবারের আসরে।

https://www.jugantor.com/todays-paper/it-world/614212/%E0%A6%86%E0%A6%9C-%E0%A7%AA%E0%A7%AB%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A7%80

বাংলাদেশ প্রতিদিন

আইসিসিবিতে প্রোগ্রামিংয়ের বিশ্বকাপের ফাইনাল

অংশ নিচ্ছে ১৩৭ দল

আজ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেন্ট (আইসিপিসি)’ এর মূল প্রতিযোগিতা। প্রায় ৮০টি দেশের ১ হাজারের বেশি বিদেশির অংশগ্রহণে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় চলছে এবারের আইসিপিসি। ৮ নভেম্বর এটি উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন এমপি। আইসিপিসি ফাউন্ডেশনের নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী আজ অনুষ্ঠিতব্য মূল প্রতিযোগিতায় ১৩৭টি দল অংশ নিচ্ছে। প্রতিটি দলে একজন কোচ থাকছেন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে সম্মানজনক এবং মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা এটি। এবার আইসিপিসির হোস্ট কান্ট্রি বাংলাদেশ। প্রায় প্রতি বছরই তরুণ প্রজন্মের জন্য বিশেষভাবে আয়োজিত হয় এই কনটেন্ট। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নেতৃত্বে আইসিপিসির ৪৫তম আসরের নির্বাহক এজেন্সি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এবং বাংলাদেশ থেকে হোস্ট ইউনিভার্সিটি ‘ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)। বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক থেকে মোট আটটি মেধাবী দল অংশ নিচ্ছে। চূড়ান্ত পর্বকে লক্ষ্য করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক এ বছরের অক্টোবর মাসে আয়োজন করা হয় একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ। এবারের আয়োজনেও বাংলাদেশ থেকে ভালো অর্জন আশা করছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। আজ মূল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এই আয়োজন শেষ হবে সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এশিয়ার মধ্যে চীন, জাপান, থাইল্যান্ডের পর চতুর্থ দেশ হিসেবে এবারই প্রথম বাংলাদেশ নামটি আইসিপিসি হোস্ট কান্ট্রি হিসেবে যুক্ত হলো। বিশ্ব আসরে বাংলাদেশ ১৯৯৮ সাল থেকে আইসিপিসিতে প্রতিযোগী হিসেবে অংশগ্রহণ করে আসছে। ১৯৯৮ সালে ঢাকায় প্রথম জাতীয় কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার (এনসিপিসি) ফাইনাল আয়োজন করা হয়; যেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

https://www.bd-pratidin.com/city/2022/11/10/827714